প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২০ ❖ ১১ - ১৭ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর পবিত্র হৃদয় ও দেহ-রক্তের মহাপর্ব

ক্ষমা, নম্রতা ও ভালোবাসার আদর্শ যিশু হৃদয়

পুণ্যতম দেহ রক্তের প্রতি বিশ্বাসে আমাদের সাড়া

সাধু আন্তনী খ্রিস্টমণ্ডলীর মহামানব

"সাহিত্য চর্চা করি, আলোকিত সমাজ গড়ি"

বইমেলা ও লেখক-পাঠক সমাবেশ

প্রিয় সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম ও প্রতিবেশী প্রকাশনী, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র যৌথভাবে প্রথমবারের মতো সারদিনব্যাপী বইমেলা ও লেখক-পাঠক সমাবেশের আয়োজন করতে যাচ্ছে। এতে অংশ নিবেন খ্রিস্টান সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, লেখক, কবি, গবেষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পাঠক সমাজ। তারিখ: শুক্রবার, ২৩ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, সময়: সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, স্থান: মাদার তেরেজা ভবন, (তেঁজগাও গীর্জা সংলগ্ন)।

অনুষ্ঠানে থাকছে: কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, লেখক পরিচিতি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা ও প্রাণবন্ত সাহিত্য আড্ডা।

দুপুরের খাবারের জন্য ২১ জুনের মধ্যে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা সেন্ড মানি করে অনুষ্ঠানের দিন সকালে খাদ্য কুপন সংগ্রহ করুন। বিকাশ নম্বর: ০১৬৮৬১৪৬০৯ (সুমন কোড়াইয়া)

এ ছাড়া বইমেলার জন্য খ্রিষ্টান লেখকদের ও প্রতিষ্ঠানের বই প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য স্টল বরাদ্দের জন্য যোগাযোগ করুন-

* দিপালী এম গমেজ: ০১৭১৬৫২১৩৮৫ * মিনু গরেট্টি কোড়াইয়া: ০১৫৫৬৩০৯৩৯৯।

সপরিবার ও সবান্ধবে মেলায় আসার জন্য আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।

খোকন কোড়ায়া
সভাপতি
বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক
প্রতিবেশী প্রকাশনী, খ্রীস্টিয় যোগাযোগ কেন্দ

শোক বার্তা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র আমেরিকার প্রতিনিধি শ্রদ্ধাভাজন রবার্ট গমেজ (আদি) গত ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে অনন্তধামে পাড়ি দেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে অনন্ত শান্তি দান করুন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাথে প্রতিবেশী পরিবারও শোকে মুহ্যমান। এই শোক ও বেদনা বইবার শক্তি ঈশ্বর আমাদের সবাইকে দান করুন।

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিদেশ প্রতিনিধিগণ

জেমস্ গমেজ (আদি)
আমেরিকা

ডেভিড স্বপন রোজারিও
আমেরিকা

বিপুল এলিট গনছালভেস
আমেরিকা

হিউবার্ট ডি'ক্রুজ
আমেরিকা

সুবীর কাস্মির পেরেরা
আমেরিকা

মিন্টু রোজারিও
অস্ট্রেলিয়া

শংকর ভাস্কর পালমা
ইতালি, ইউরোপ

সুমন জন গমেজ
কানাডা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ২০
১১ - ১৭ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৮ জ্যৈষ্ঠ - ০৩ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর উষ্ণতা হ্রাস করে হৃদয়ের উষ্ণতা বাড়ুক

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাড়া বিশ্বই আজ আবহাওয়ার অস্বাভাবিক আচরণ অভিজ্ঞতা করছে। মরুভূমি আজ হচ্ছে বৃষ্টিস্নাত সবুজের সমারোহে প্লাবিত। অপরদিকে বছরের অধিকাংশ সময়ে ঠান্ডা থাকা ইউরোপে দেখা যাচ্ছে বিপরীত চিত্র। খড়া, বন্যা ও তীব্র তাপদাহ আজ সঙ্গী হচ্ছে তাদেরও। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) তাদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা এখনই কমানো না গেলে খুব দ্রুতই বিশ্বকে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে। নাসার জলবায়ু বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন কুক বলেন, বিশ শতকের শেষদিকে বিজ্ঞানীরা যখন বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ খোঁজা শুরু করেন তখন তারা সম্ভাব্য চারটি কারণের কথা মাথায় রেখেছিলেন- গ্রিনহাউস গ্যাস, সৌরশক্তি, ওশান সার্কুলেশন ও ভলকানিক অ্যাক্টিভিটি। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে মানুষই দায়ী সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা শতভাগই নিশ্চিত। তাইতো গত কয়েক দশক ধরেই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে আসছেন। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতির মুখে পড়ছে বেশ কয়েকটি দেশ।

বাংলাদেশকেও জলবায়ু পরিবর্তনের বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। গত এপ্রিলে একটানা পনেরো বিশ দিনের মতো তীব্র তাপ দাহে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মে ও জুনে মাসেও তাপ দাহের তীব্রতা চলমান। এ সময়ে ৫৮ বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে চুয়াডাঙ্গায় ৪২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ সব সময়ই দুর্যোগপ্রবণ দেশ, এর পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দুর্যোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে তীব্র তাপ দাহ, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা, নদী ভাঙন কিংবা বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে।

বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় জলবায়ু বিজ্ঞানীরা সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন, এখনই কিছু করুন নাহলে সংকটের ঝুঁকিতে থাকুন। তাই তাপমাত্রার বিপজ্জনক বৃদ্ধি এড়াতে বিশ্বকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রত্যেকের একক প্রচেষ্টা বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে বড় ধরণের ভূমিকা রাখবে। আমরা আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান কাজে লাগিয়েই উষ্ণতা হ্রাসে অনেক কিছু করতে পারি। কার্বন নির্গমন কমাতে গণপরিবহন ব্যবহার করা, হাঁটা বা সাইক্লিং করতে পারি, ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ না করে জুম কনফারেন্স মিটিং করতে পারি ইত্যাদি। ওয়াশিং মেশিন, এসি, হিটার এগুলোর পরিমিত ব্যবহার করে শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি। মাংস বা দুগ্ধজাত খাওয়া কমিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শাক-সবজি খাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েও আমরা গ্রীণ গ্যাস নির্গমন কমাতে পারি। সম্ভবপর সকলকিছু পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমেও আমরা কার্বনের পরিমাণ কমাতে পারি। সর্বোপরি আমাদের বাড়ির আশেপাশে বা ছাদে প্রতিবছর কিছু গাছ রোপণ করেও আমরা বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারি। শুধু নিজে নয় অন্যকেও এই কাজে শরীক করবো। বিশেষ করে শিশুদেরকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ে শিক্ষিত করে তা রোধকল্পে কি করতে পারে তা জানাতে হবে।

বাংলাদেশ মণ্ডলী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে 'একজন কাথলিক একটি বৃক্ষ'রোপণের যে বিশেষ কর্মোদ্যোগ নিয়েছিল তা বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে গ্রহণীয় বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে। কিন্তু সেই উদ্যোগ এককালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা চলমান রাখতে হবে। প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার প্রতিনিয়ত যত্ন নিতে হবে। এছাড়াও আমাদের ভোগ-বিলাসিতার লাগাম টেনে ধরে ছোট ছোট কিছু কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে। ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছতা সাধন সম্ভব হয় তখনই যখন আমাদের হৃদয়ে থাকে মানুষ ও প্রকৃতির জন্য দরদ ও ভালোবাসা।

প্রতি বছর জুন মাসেই আমরা পালন করি ভালোবাসার উৎস যিশুর পরম হৃদয়ের মহাপর্ব। যে হৃদয় থেকে সবসময়ই মানুষের জন্য প্রবাহিত হয় ক্ষমা ও ভালোবাসার ফল্গুধারা। ভালোবাসার কারণেই তিনি মানুষকে নিজ দেহ-রক্ত দান করে গেছেন পরম খাদ্যরূপে। এ বছর প্রায় একই সাথে ভালোবাসার উৎস ও প্রকাশের দুটি প্রায় একসাথে পালনের মধ্যদিয়ে আমরা আহ্বান পেয়েছি আমাদের হৃদয়কে যিশুর ভালোবাসার উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলতে। যে ভালোবাসার উষ্ণতা থেকে আমরা প্রতিনিয়ত মানুষের ও প্রকৃতির যত্ন নিতে যত্নশীল হবো॥ †

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

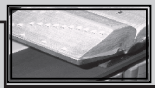

যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্তজীবন পেয়ে গেছে, আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব। - *যোহন ৬:৫৪*।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

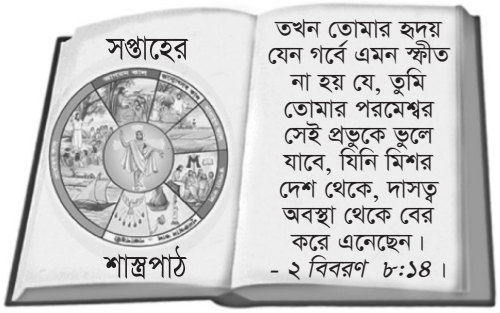

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ - ১৭ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১১ জুন, রবিবার
২ বিব ৮: ২-৩, ১৪-১৬, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০,
১ করি ১০: ১৬-১৭, যোহন ৬: ৫১-৫৮

১২ জুন, সোমবার
২ করি ১: ১-৭, সাম ৩৪: ১-৮, মথি ৫: ১-১২

১৩ জুন, মঙ্গলবার
পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
২ করি ১: ১৮-২২, সাম ১১৯: ১২৯-১৩৩, ১৩৫,
মথি ৫: ১৩-১৬

১৪ জুন, বুধবার
২ করি ৩: ৪-১১, সাম ৯৯: ৫-৯, মথি ৫: ১৭-১৯

১৫ জুন, বৃহস্পতিবার
২ করি ৩: ১৫-- ৪: ১, ৩-৬, সাম ৮৫: ৮-১৩,
মথি ৫: ২০-২৬
বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী'র বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

১৬ জুন, শুক্রবার
যীশুর পরম পবিত্র হৃদয়, *মহাপর্ব*
২ বিব ৭: ৬-১১, সাম ১০২: ১-৪, ৬-৭, ৮, ১০, ১ যোহন ৪: ৭-১৬, মথি ১১: ২৫-৩০

১৭ জুন, শনিবার
কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়, *স্মরণ দিবস*
ইসা ৬১: ৯-১১, সাম ১ সামু ২: ১, ৪-৫, ৬-৭, ৮,
লুক ২: ৪১-৫১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ জুন, রবিবার
+ ২০২২ ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস (খুলনা)

১৩ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৫ ফাদার হেনরী বুদ্রো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ মাদার এম পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সিস্টার পিয়া স্যাকুয়েরা এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সিস্টার মার্গারেট মেরী এমসি (ঢাকা)

১৪ জুন, বুধবার
+ ১৯৮০ ফাদার ইউজেনিও পেত্রিন পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার টমাস বারোস সিএসসি (ঢাকা)

১৫ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৬ ফাদার লুইজি ভেরপেল্লী পিমে (দিনাজপুর)

১৬ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ ফাদার বেনোয়া ব্রুনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৭ জুন, শনিবার
+ ১৯৯৯ ফাদার হেনরী পল সিএসসি
+ ২০০১ সিস্টার ইমেল্ডা কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)

মণ্ডলীর আহ্বান বিষয়ে পরিবারের সহনশীল ভূমিকা প্রসঙ্গে

গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তেজগাঁও হলি রোজারী চার্চে সন্ধ্যা ৬ টার খ্রিস্টযাগে অংশ নেই। সন্ধ্যা ৬ টায় শুরু হওয়া খ্রিস্টযাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক প্রথমে খ্রিস্টযাগ উদ্দেশ্যদাতাদের নাম পড়ে শুনান। এতে প্রায় ১০ মিনিট চলে যায়। তারপর শুরু হয় খ্রিস্টযাগ পুরোহিতের গির্জায় প্রবেশের মাধ্যমে। যথারীতি ১ম,২য় পাঠ, তারপর পুরোহিতের পাঠ এবং খ্রিস্টযাগের উপদেশ। শুরুতে অনেক বসার স্থান খালি থাকলেও ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে গির্জার সকল বসার স্থান পূর্ণ হয়ে যায়।

উপদেশের বিষয় ছিল আহ্বান। আহ্বান এর দিকটি পুরোহিত সুন্দরভাবে নানা ভাবে তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ঢাকার তেজগাঁও চার্চের অধীন প্রায় ৪০/৫০ হাজার খ্রিস্টভক্তের বসবাস থাকলেও আহ্বানের দিকটি শূণ্য পর্যায়ে। তিনি প্রতিটি পরিবারের ধর্মীয় অনুশীলন ও পিতা মাতার সহনশীল কথাবার্তাকে প্রাধান্য দেন। পরিবার থেকে আহ্বান আসে, তাই পরিবারের শিক্ষা ও মণ্ডলীর জন্য নিবেদিত প্রাণ যারা তাদের বিষয়ে সতর্কতার সাথে বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন। যেন কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের মনে পুরোহিতদের বা ব্রাদার, সিস্টারদের বিষয়ে অন্যরকম মনোভাব তৈরী না হয়।

শেষ আশীর্বাদের আগে বিভিন্ন ঘোষণা না শুনে দেখলাম অনেকেই চলে যাচ্ছেন। ঘোষণা সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় ব্যয় হয় খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হতে। খ্রিস্টযাগ শেষ হওয়ার আগে ভক্তজনগণ যেন চলে না যান তার পরিবেশ সৃষ্টিবকল্পে সময় সসম্বন্ধে পুরোহিতদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ধন্যবাদান্তে
এলড্রিক বিশ্বাস
চট্টগ্রাম।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

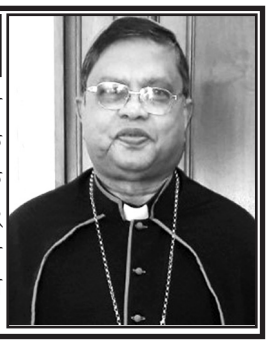

১৫ জুন, খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ফাদার হিউবার্ট জনি গমেজ

প্রভু যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের মহোৎসব পার্বণ

১ম পাঠ :২ বিব ৮: ২-৩, ১৪-১৬

২য় পাঠ : ১ করি ১০: ১৬-১৭

মঙ্গলসমাচার: যোহন ৬: ৫১-৫৮

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা,

আমরা উদ্‌যাপন করছি প্রভু যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের মহোৎসব পার্বণ। যিশু আমাদেরকে তাঁর আপন দেহ ও রক্ত দান করেছেন যেন আমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকি।

যদি জিজ্ঞেস করি কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন? নিশ্চয় একবাক্যে স্বীকার করবেন যে আপনার মা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। নিশ্চয়! এতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা মা-ই তো আমাদের গর্ভে ধারণ করেছেন, স্তন্য পান করিয়েছেন ও লালন-পালন করছেন। আমাদেরকে ঘিরেই তার কত চিন্তা ও যত পরিশ্রম! আমাদের মা এই সবকিছুই করেন, কারণ তিনি আমাদের ভালোবাসেন, আর সন্তানেরাই হলো মায়ের আনন্দের কারণ। তাই, তিনি চান আমরা যেন তার আদর্শে জীবন গড়ে তুলি। তাই মাকেও আমরা এত ভালোবাসি।

প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো এর প্রমাণ কি হতে পারে? এর প্রমাণ হলো তিনি নিজের মাংস ও রক্ত আমাদের খাদ্য ও পানীয় হিসেবে দান করেছেন যেন আমরা খ্রিস্টে বৃদ্ধি লাভ করতে পারি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে যাজক খামিবিহীন রুটি ও বিশুদ্ধ দ্রাক্ষারস নিয়ে যখন প্রতিষ্ঠা বাক্য উচ্চারণ করেন 'এই আমার দেহ' এবং 'এই আমার রক্ত' তখন এই রুটি ও দ্রাক্ষারস প্রভু যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয়। আমরা সবাই খ্রিস্টপ্রসাদ দেখেছি:

- যিশুর দেহে পরিণত রুটিটি আকৃতিতে গোলকার, অর্থাৎ ক্ষুতবিহীন ও অন্তহীন।
- রুটিটি আকারে সাদা, অর্থাৎ পবিত্র ও জ্যোর্তিময়।
- রুটিটি সহজে পচনশীল নয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বের প্রতীক, চিরস্থায়ী।
- রুটিটি শক্ত, নমনীয় নয়, অর্থাৎ দৃঢ়তার প্রতীক, মজবুত।
- রুটিটি সহজে বিতরণ করা যায়, অর্থাৎ সকলের নিকট গ্রহণীয়, সহজলভ্য।
- যিশুর রক্তে পরিণত দ্রাক্ষারস দেখতে লালচে সুন্দর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- দ্রাক্ষারসের গন্ধ সুমধুর আমাদের ঘ্রাণ আকৃষ্ট করে।
- দ্রাক্ষারসের স্বাদ সুমিষ্ট আমাদের স্বাদ তৃপ্ত করে।
- যখন যাজক খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত পান ও গ্রহণ করেন তখন সেবক মৃদু ঘন্টাধ্বণি বাজায় আমাদের শ্রবণ আনন্দিত করে।
- দ্রাক্ষারস আমাদের ত্বকের জন্য প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক, পচন রোধ করে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আমাদের মহিমান্বিত করে।

যিশু আমাদের ভালোবেসে আপন দেহ ও রক্ত দান করে আমাদেরকে পরিপূর্ণ জীবন ও সার্বিক পরিতুষ্টি দিয়েছেন। যখন আমরা খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ ও পান করি তখন আমরা খ্রিস্টের মত হতে আমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিত হই। আমরা খ্রিস্টের জীবনে প্রবেশ করি যেন আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা চিরকালের ন্যায় দূর হয়।

- খ্রিস্টে আশ্রিত জীবন হলো ক্ষতবিহীন যেখানে পাপের কোন ছায়া নেই।
- এ জীবন আমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পবিত্র হতে আহ্বান জানায়।
- এ জীবন অনন্ত কখনো শেষ হবার নয়।
- এ জীবনে শয়তানের প্রলোভন আমাদের কখনো টলাতে পারে না
- এ জীবন সকলের কাছে সমভাবে সমাদৃত।

খ্রিস্টপ্রসাদ যে আমাদের কেবল অনন্ত জীবন দান করে, পবিত্র করে তোলে কিংবা বলিয়ান করে তোলে তা কিন্তু নয়। অধিকন্তু খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করে এবং আমাদের দেহ-মন-আত্মায় পরিতৃপ্তি দান করে। এ জীবন সামগ্রিক জীবন -এ আনন্দ সর্বব্যাপী আনন্দ। তাই তো আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টকে গ্রহণ ও পান করতে এত বেশি ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হই, কেননা আমরা যে যিশুকে খুব বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছা করি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কেন যিশু আমাদের জন্য খাদ্য ও পাণীয় রূপে নিজেকে নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন - অন্য কিছু নয় কেন? কারণ, একমাত্র খাদ্য ও পাণীয়ই পারে আমাদেরকে পরিপূর্ণ জীবন ও পরিতুষ্টি দিতে, আর আমাদেরকে ঘিরেই যে যিশুর পরম আনন্দ। তাই খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে আমরা খ্রিস্টময় হয়ে উঠি। আমাদের জীবনটা হয়ে উঠে খ্রিস্টযাগের পূর্ণতা। জন্মগ্রহণের মধ্যদিয়ে এই পুণ্যযাগ আরম্ভ হয়; দীক্ষাস্নানে হয় আদিপাপ মোচন; জীবনে চলার পথে ক্ষমার অনুশীলন আমাদেরকে পুণর্মিলিত ও একত্রিত করে; হস্তার্পণ সংস্কারে আমরা খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে উঠি; খ্রিস্টে আশ্রিত জীবনসাক্ষ্য হয়ে উঠে আমাদের বাণীপ্রচার; নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ সেবাদান বহু মানুষের কাছে হয়ে ওঠে জীবনার্ঘ্যস্বরূপ; পরিশেষে, ঈশ্বরের নিকট আমাদের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের মহিমাই ঘোষণা করে। এভাবেই আমরা মানুষের আনন্দ ও পরিতুষ্টির কারণ হয়ে উঠি।

খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে; তাঁর শিক্ষা অন্তরে ধারণ করে, তাঁর আত্মদান জীবনে লালন করে এবং তাঁর আদেশ চলারপথে পালন করে আসুন আমরা খ্রিস্টময় হয়ে উঠি এবং খ্রিস্টের ন্যায় সকলের তরে উৎসর্গকৃত হই। নিজেকে ভেঙ্গে-চূড়ে সকলের খ্রিস্টের ভালোবাসায় রূপান্তরিত হই। আমাদের জীবনদান যেন বহু মানুষের জন্য জীবনার্ঘ্য হয়ে উঠে। আমরা পরস্পরের নিকট হয়ে উঠি জীবনের আনন্দ ও প্রেরণা॥

ক্ষমা, নম্রতা ও ভালোবাসার আদর্শ যিশু হৃদয়

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

যিশুর পবিত্র হৃদয় ভালোবাসা, নম্রতা ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ। যিশু মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সুখের আসন ছেড়ে মানুষের স্বভাব নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন, পিতার কথা জানিয়েছেন, অনেককে সুস্থ করেছেন। নম্র চিত্তে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ভালোবাসার প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি নম্র মেষের মত সকল লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার সহ্য করে ক্রুশে বলিকৃত হলেন। ক্রুশে থেকে শত্রুদের ক্ষমা করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইতিহাসে এরকম ঘটনা খুবই বিরল। এ সবই তিনি করতে পেরেছেন পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতা ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে। যদি কাউকে জয় করতে চাও তাহলে তাকে ভালোবাস। ভালোবাসা দিয়ে মরুভূমিতেও ফুল ফোটানো যায়। সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি হওয়া যায়। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই ভালোবাসা পেতে চাই, ভালোবাসা দিতে চাই ও অন্যের কাছে ভালোবাসার মানুষ হয়ে ওঠতে চাই। এ পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পায় ও অন্যকে ভালোবাসা দেয়। একটি সন্তান যার সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে সে যার ভালোবাসা পায় তাকেই সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। নদীর উৎস যেমন সমুদ্র ঠিক তেমনি খ্রিস্টীয় জীবনে ভালোবাসার উৎস হল যিশুর পবিত্র হৃদয়। সাধু পল করিন্থিয়দের কাছে পত্রে বলেন- "আমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মার মন্দির (*১ম করি ৬:১৯*)।" ভাল গাছ থেকে ভাল ফল আসবে (*মথি ৭:১৭-১৮*) এটাই মানুষের প্রত্যাশা। "আঙ্গুর লতার সাথে যুক্ত না থাকলে শাখা যেমন আপনা থেকে ফল দিতে পারে না (*যোহন ১৫:৪*)", তেমনি আমরাও খ্রিস্টের সঙ্গে ভালোবাসায় ও ক্ষমায় যুক্ত না থাকলে খ্রিস্টীয় জীবনে বৃদ্ধি লাভ করতে পারি না। তাই খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের যুক্ত থাকতে হয়। আমাদের প্রতিদিনকার জীবন বাস্তবতায় তাঁর পবিত্র, নম্র, ক্ষমাশীল ও ভালোবাসাময় হৃদয়ের অভিজ্ঞতা করতে হয়।

হৃদয় ভালোবাসার প্রতীক। হৃদয় থেকে ভালোবাসা আসবে, মানুষের জন্য দরদবোধ জাগবে এটাই মানুষের প্রত্যাশা। যিশুর ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় ধনী- গরিব, পাপী-তাপী সবার জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ। যিশুর ভালোবাসার কাছে সব কিছু পরাজিত হয়েছে। যিশু পাপীর বাড়ী যেতেন, তাদের ভালোবাসতেন তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন। মাগ্দালানা মারীয়া ছিলেন পাপীনি, সমাজের চোখে নষ্টা, ভ্রষ্টা একটি মেয়ে। যিশুর পবিত্র হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে ক্ষমা পেয়ে তিনি মন পরিবর্তন ক'রে নব জীবনের যাত্রা শুরু করেন। যারা পাপী, যিশু হৃদয়ের সংস্পর্শে তাদের জীবনের রূপান্তর ঘটে। পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা যেমন খাঁটি সোনায় পরিণত হয় ঠিক তেমনি যিশু হৃদয়ের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয়ও খাঁটি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়। যিশু করগ্রাহক মথির দিকে ভালোবাসার হৃদয়ে তাকান। মথিও তাঁর ভালোবাসার আবেদনে নিজের জীবন পরিবর্তন ক'রে যিশুর সঙ্গ নিলেন। যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ভালোবাসা আমাদের জীবনে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত রাখতে হবে। যিশুর পবিত্র হৃদয় আমাদের জন্য ব্যাকুল, তিনি আমাদের প্রতিনিয়ত আহ্বান জানান আমরা যেন আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর হৃদয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করি। সেই অপব্যয়ী পুত্রের গল্পের (*লুক ১৫:১১-৩২*) পিতার মত যিশুর পবিত্র হৃদয় আমাদের জন্য পথ চেয়ে আছে। আমরা যেন তাঁর হৃদয়ের সাথে আলিঙ্গন করে অন্যদেরকেও তাঁর প্রেমাগ্নির সন্ধান দিতে পারি।

পৃথিবীতে ভালোবাসার শক্তি ও আবেদন সবচেয়ে বেশি জোরালো। ভালোবাসার কারণে মানুষ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করতেও কার্পণ্য করেনি। যিশুর হৃদয়ের ভালোবাসার সন্ধান যারা পেয়েছেন তারা আত্মীয় স্বজন, জমি-জমা, বাড়ি-গাড়ি সবকিছু ত্যাগ করে দিওয়ানা হয়েছেন। যিশু হৃদয়ের ভালোবাসার কারণে অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। অনেক সাধু-সাধ্বী যিশুর প্রেমে পাগল হয়ে নিজকে যিশুর জন্য উৎসর্গ করেছেন। তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতে যিশুর ক্ষমা ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ের কাছ থেকেই শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। আজও যিশু বর্তমান প্রজন্মকে আহ্বান করেন তারা যেন যিশু হৃদয়ের নম্রতা, ক্ষমা ও ভালোবাসার অনুকরণে নিজেদের হৃদয় গড়ে তোলেন এবং চুম্বকের মত অন্যদেরকে কাছে টানেন। ইতিহাসে দেখা যায় ভালোবাসার কারণে মানুষ অনেক অসাধ্যকেও সাধন করেছে। ভালোবাসা গুণটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর সৃষ্টির সময় দিয়ে দিয়েছেন। ক্ষমা ও ভালোবাসা ঈশ্বরেরই শক্তি। ঈশ্বর ভালোবাসাময়, তিনি ভালোবেসেই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছেন যেন পুত্রের ভালোবাসাময় হৃদয়ের সংস্পর্শে আরও অনেকে ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠে। একটি দেয়াশলাই যেমন অনেক প্রদীপ প্রজ্জলিত করতে পারে ঠিক তেমনি একটি ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় অনেক হৃদয়কে ভালোবাসায় সিক্ত করতে পারে। নিজের জীবনের নবায়ন ক'রে যিশুর দেখানো পথ অর্থাৎ সত্য ও সুন্দর পথে চলতে পারে। নিজের জীবনে সত্যকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠতে পারে।

যিশু পাপিনী নারীর অনুতপ্ত হৃদয় দেখে বললেন-"তোমার পাপ ক্ষমাই করা হয়েছে (*লুক ৭:৪৬*)"। পাপ ক্ষমা করার অধিকার মানবপুত্রের আছে। যিশু যেমন আমাদের ক্ষমা করে, তেমনি তিনি চান আমরা যেন অন্যদের ক্ষমা করি। পিতর এগিয়ে এসে যিশুকে জিজ্ঞেস করলেন- "প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার? যিশু উত্তরে বললেন-: আমি তোমাকে বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার (*মথি ৮:২১-২২*)!" অর্থাৎ সবসময় আমাদের ক্ষমা করতে হবে। যিশু ক্ষমা করার দায়িত্ব শিষ্যদের দিয়ে গেছেন। "পৃথিবীতে তোমরা যা-কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে ; আর পৃথিবীতে তোমরা যা কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়াই হবে (*মথি ১৮: ১৮*)।" প্রত্যেকটা মানুষই কম বেশি পাপী। যখন আমরা পাপ করি তখন ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকি। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থ হল তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় থেকে দূরে থাকা। তিনি সর্বদা চান আমরা যত বড় পাপই করি না কেন আমরা যেন তাঁর কাছে আসি। তাঁর ভালোবাসার সান্নিধ্যে থাকি। নদীর জল যতই ময়লা হোক না কেন যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যতই পাপ করি না কেন যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে যিশুর কাছে আসি এবং পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করি তখন আমরা নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে ওঠি।

ক্ষমা করার জন্য বিশেষ শক্তির প্রয়োজন পড়ে। এই শক্তি ঈশ্বরই আমাদের দিয়ে থাকেন। বর্তমান বাস্তবতায় মানুষ ডিজিটাল হতে গিয়ে অনেক জটিল হয়ে গেছে। মানুষ

পাপ করে ঠিকই কিন্তু পাপের যে বোধ তা তাদের কমে গেছে। পপের প্রতি তারা উদাসীন। তাই পাপ করা সত্ত্বেও অনেকে বলেন আমি কোন পাপ করি না। ঈশ্বর সর্বদা মানুষকে ক্ষমা করেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে ক্ষমা করে না। ছোট খাট কারণে মানুষের মধ্যে দেখা যায় সম্পর্কের অবনতি। একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না। একজন একদিক দিয়ে আসলে সে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে যায়, কোন কারণে এক জায়গায় বসলেও তাদের মধ্যে কোন সংলাপ নেই মনে হয় নির্জনতায় রয়েছে। যাকে পছন্দ করে না তার বিরুদ্ধে সবসময় সমালোচনা করতেই থাকে। ভাল কিছু করলেও কোথাও মলিন কিছু পাওয়া যায় কিনা সেই নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। আবার অনেকে প্রার্থনায় গিয়েও বেশিরভাগ সময় চিন্তা করে যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে কিভাবে তার প্রতিশোধ নিবে। আবার আরেক দল মানুষ আছে যারা ক্ষমা করতে পারে না। সবসময় তা জিইয়ে রেখে নিজে নিজে কষ্ট পান। আবার কেউ কেউ বলেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু আবার মনোমালিন্য হলে বলে-তুমি তো আগেও এই কাজটা ওই কাজটা করেছিলে। এই কথার মধ্যদিয়ে বুঝা যায় ব্যক্তি অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারেনি। আর এইগুলো হলো মন্দ শক্তির বৈশিষ্ট্য। এইগুলো সাধারণত হিংসার কারণে বেশি হয়ে থাকে। আমরা যেন এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে যিশুর হৃদয়ের দিকে তাকাতে পারি। তিনি কিভাবে শেষ পর্যন্ত শত্রুদের ক্ষমা করে গেছেন। তিনি হলেন আমাদের প্রত্যেকের গুরু। আমরা যেন সবাই তাকে অনুসরণ করতে পারি। আমাদের হৃদয় ক্ষমা, নম্রতা ও ভালোবাসায়পূর্ণ করতে পারি।

নম্রতা হল সকল গুণের রাণী। নম্র ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্য বিদ্যমান যা ব্যক্তিকে অন্যের ভালোবাসা পেতে সাহায্য করে। মৌমাছি যেমন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তেমনি আমরা যিশুর পবিত্র হৃদয় থেকে ভালোবাসা ও ক্ষমা গুণ দুটি অর্জন করতে পারি। প্রকৃতিতে আমরা দেখি বৃক্ষ যখন ফলধারণ করে তখন সে নম্র হয়। এই নম্রতার মাঝে তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আমাদের জীবনে মাঝে মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়। আমরা যখন জ্ঞানে বা অর্থ বৈভবে ধনশালী হই তখন আমরা অহংকারী হই। অহংকারের মানুষকে কেউই পছন্দ করে না, খুব শীঘ্রই তার পতন ঘটে। সাধু পল তার পত্রে অহংকারীর বিরুদ্ধে নম্র হতে আমাদের শিক্ষা দেয়। যিশুই হলেন নম্রতার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে নম্র হতে হয়। তিনি শেষ ভোজে বসে নিজ হাতে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে নম্রতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (*মথি ২৬:১৭-৩০, মার্ক ১৪:১২-২৬, লুক ২২: ৭-৩৯ ও যোহন ১৩: ১-১৭:২৬*)। তিনি মনিবদেরও একই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। তিনি তার অষ্টকল্যাণ বাণীতে বলেন- যাদের স্বভাব নম্র তারা ধন্য কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। তিনি সকল পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষকে আহ্বান করে বলেন যে, তিনি কোমল ও বিনীত হৃদয়, সকলেই তাঁর কাছে পাবে আরামপূর্ণ বিশ্রাম (*মথি ১১:২৮*)। যিশু আমাদের আহ্বান করেন আমরাও যেন যিশুর মত বিনম্র হই। ঈশ্বর বিনম্র হৃদয়ের অঞ্জলি গ্রহণ করেন। তাই আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নম্র চিত্তে তাঁর নিকট নিবেদন করতে হয়।

যিশুর পবিত্র নম্র, ক্ষমা ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় আমার জন্য পথ চেয়ে আছে। আমি মন পরিবর্তন করে কখন তাঁর কাছে যাব। যিশু নম্র মেষের মত ক্রুশে বলি হলেন। বর্তমান পৃথিবীতে নম্র মানুষের বড় অভাব। সবাই বড় হতে চায়, নিজের কারিশমা দেখাতে চায়। নত হওয়াকে দুর্বলতা বা কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ অভিমত কিছুটা ঠিক হলেও আমাদের খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাটি সঠিক নয়। আমরা খ্রিস্টান, আমাদের জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে স্বয়ং খ্রিস্ট। খ্রিস্টকে আবর্তিত করে আমাদের জীবন। খ্রিস্টের ন্যায় নম্রতা, ক্ষমাশীলতা ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় আমাদের জীবনের ভূষণ হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মত নম্র , পবিত্র, ক্ষমাপরায়ণ ও ভালোবাসায়পূর্ণ হওয়ার মাঝেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত সুখ, আনন্দ ও পরিপূর্ণতা॥

ভরসা ও প্রেরণার হাত

মারলিন ক্লারা

ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে বেশ কিছু গুণ সহকারে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানুষ সহজে তা বুঝতে পারে না। যারা শিক্ষিত, সচেতন লোকদের মাঝে বেড়ে ওঠে তারা নিজেকে গড়ে তুলতে এবং স্বীয় গুণাবলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ মানুষ এসব ব্যাপারে সচেতন নয়। আসলেই মানুষ মানুষের জন্য। ঈশ্বর চান যাতে আমরা একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করি। চলুন, পরিবার থেকেই শুরু করি। আমরা যদি চাই যে আমাদের সন্তানেরা জীবনে বড় হোক, উন্নতি করুক এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করুক তাহলে আমাদের কী করা উচিত? অক্ষর জ্ঞান দান করারও আগে, যখন সে ভাবের আদান-প্রদান করা আরম্ভ করে, হাঁটা চলা শুরু করে, তখন থেকেই তাকে ম্যানারস বা আদবকায়দা শেখাতে হয়। পরিবারে বড়দের সম্মান করতে, অন্যকে ছোটো ছোটো কাজে সাহায্য করতে, মুখেমুখে কথা না বলতে, পরিস্কারভাবে থাকতে ইত্যাদি ধীরে ধীরে শিখিয়ে দিতে হয়। তারপর হাতেখড়ি। স্কুলে যখন ভর্তি করা হবে তার আগেই সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে হবে সেখানে তাকে কিভাবে চলতে হবে। টিচারের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং ক্লাসে অন্যদের সাথে কথা বলা যাবে না। এইসব কথা ছোটো বেলাতেই শিখিয়ে দিতে পারলে সারাজীবন সেই মানুষটা এগুলো আর ভুলে না। প্রবাদ আছে "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে টাশ টাশ।" তাই এই ব্যাপার গুলো মা-বাবার কাছেই শিখতে হবে। আপনার সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যদের পাশে আপনাকেই ভরসা হয়ে থাকতে হবে। সময়ে একটু উৎসাহ বা প্রেরণা দান করে অনেক বড় ব্যাপারে এগিয়ে দেওয়া যায়। একটা গল্প হয়তো শুনেছেন একবার একটা বিরাটাকার হাতিকে বড় একটা ট্রাকে তোলা হচ্ছিলো। বড় ট্রাক মানে অনেক উঁচু। একটা খুব শক্ত পাটাতনের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাতিটা ট্রাকের দিকে উঠছিলো। তার যে পরিচালক বা মাহুত সে হাতির পিছনের একটা থামের মতো মোটা পায়ের উপর তার হাতটা চেপে ধরে রেখেছিলো এবং মাঝেমধ্যে চাপড় মারছিলো। হঠাৎ মনে হতে পারে যে লোকটা তাকে ঠেলে তুলছে! কিন্তু তা তো কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাহলে? আসলে হাতি তো অনেক শক্তিশালী প্রাণী। সে নিজেই ট্রাকের উপর উঠে যেতে পারে কিন্তু সে ভয় পায়। তবে যখন তার শরীরে পরিচিত হাতের স্পর্শ পায় তখন সে সাহস লাভ করে। অনুভব করে যে তার ভয় নাই। তার পরিচালক তার সাথেই আছে। তখন নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলে। আমরাও জানি ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন, তাই অনেকটা ভরসা পাই। এই ভরসাটাই পরিবারের সদস্যদের দিতে হবে। তাহলেই কাঙ্খিত সাফল্য ধরা দেবে। কখনো সন্তানকে প্রস্তুত না করে ছেড়ে দিতে নেই। তাহলে সে পথ হারাবে। আসুন, আমরা যে সন্তানকে পৃথিবীতে এনেছি তাকে সেখানে চলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলি। তার পাশে ভরসা ও প্রেরণার হাতটা বাড়িয়ে দেই॥

পুণ্যতম দেহ রক্তের প্রতি বিশ্বাসে আমাদের সাড়া

ফাদার লুইস সুশীল

প্রাথমিক কথা: "কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি"- (*যোহন ৬: ৫৫-৫৬।*)

মানুষের মুক্তির জন্য স্রষ্টার পরিকল্পনা অপূর্ব ও একক। মানুষের জন্য যিশু গভীর ভালবাসায় ক্রুশে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেষ ভোজে তিনি তাঁর অসীম ভালবাসার চিহ্নরূপে মানুষের মুক্তির জন্য নিজের দেহ ও রক্ত মানুষের খাদ্য ও পানীয়রূপে দান করেছেন আর বলেছেন: তোমরা আমার স্মরণে এটা করবে। খাদ্য যেমন আমাদের দেহে পুষ্টি দেয় তেমনি যিশু খ্রিস্ট এ জীবন ও অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের পুষ্টি দেন। তাঁর এ মহাদানই আমাদের মুক্তির উৎস। এভাবেই ঈশ্বরে-মানুষে এবং মানুষে মানুষে চিরস্থায়ী মহাসন্ধি স্থাপিত হয়েছে। যিশুতে দীক্ষিত হয়ে তার ভালবাসার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা খ্রিস্টদেহের মহাপর্ব পালন করি। আমরা এই উপলক্ষ ও আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারই অন্য সব সংস্কারের শিরোমনি। আমরা যিশুর ভালবাসায় বিশ্বাস করি বলেই রবিবার ও বিশেষ বিশেষ দিনে সকলে একত্রে উপাসনায় আসি আর ব্যক্তিগতভাবে ভক্তি-প্রেমে অমর প্রসাদরূপে যিশুকে নিজ অন্তরে গ্রহণ করি। তাছাড়াও আমরা পবিত্র আরাধ্য সাক্রামেন্তে উপস্থিত যিশুর প্রতি নানাভাবে ভক্তি-ভালবাসা প্রকাশ করি। আমরা এর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর যিশুকে আত্মার খাবাররূপে খাই এবং তাঁর সঙ্গে এক হই। "তুমি যদি যোগ্যভাবে গ্রহণ কর তুমি তাই হও যা তুমি গ্রহণ করেছ" বলেছেন হিপ্পোর সাধু আগস্টিন। আমরা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে খ্রিস্টে রূপান্তরিত হই। খ্রিস্ট আমাদের দেহের ও আত্মার সকল নড়াচড়ায় প্রকাশিত হন। এ মহাপর্ব আমাদের অবিরাম ডাকে আমরা যেন প্রত্যেকে ঈশ্বরের ভালবাসা ও দয়া উপলব্ধি ক'রে যোগ্যভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হই এবং খ্রিস্টযাগের তাৎপর্য ও মর্মার্থ অন্তরে ধ্যান ক'রে মানুষের কল্যাণে যিশুর মত নিজেদের নিবেদন করতে সদা উদার হই। এজন্য বিভিন্নভাবে নিজেদের করণীয় আছে অনেক। প্রথমে এ পর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখা যাক।

এই পর্বটি পালনের পিছনের কিছু কথা: খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনাসঙ্কলনের দ্বিতীয় খণ্ড অনুসরণে বলা হয়; এ পর্ব প্রথম শুরু হয়েছে ১৩ শতাব্দীতে বেলজিয়াম দেশে। রুটি দ্রাক্ষারসের আকারে যিশুর সত্যিকার উপস্থিতি বিষয়ে সে যুগে নানা আলোচনা চলছিল। ফলশ্রুতিতে যিশুর প্রতি সম্মান বাড়তে লাগল, তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে বিভিন্ন শহরে সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হল। পোপ চতুর্থ উর্বাণ, ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে, নির্দেশ দিলেন যেন পর্বটি সারা মণ্ডলীতে পালিত হয়। এ পর্ব পালনের পিছনে মূল ধারণা ছিল: যিশু চেয়েছেন কেমন ক'রে তার ভক্তদের ভালোবেসে নিজেই হবেন তাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য, তাদের মধ্যে সত্যিকারভাবে যুগে যুগে বাস করবেন। তিনি ভক্তদের আরাধনার পাত্র। এভাবেই এ পর্ব মণ্ডলীর সাধারণকালের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসবরূপে পালিত হয় বিশ্বাসের আরো কয়েকটি বড় পর্বের সাথে। এ পর্ব পালনে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিবেচনার ও করার রয়েছে অনেক কিছু।

বিশ্বাসে আমাদের সাড়া: ১) যাজকবরণ সংস্কারে যাজককে যে যজ্ঞ নিবেদনে দিব্য ক্ষমতা দেয়া থাকে সেজন্য তাকে উপযুক্তভাবে সম্মান করি।

২) আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে প্রত্যেকে যেন খ্রিস্টযাগের গভীর মর্মার্থ উপলব্ধি করি এবং ঘন ঘন খ্রিস্টযাগে যোগদান করি। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন: -আমার, আমাদের জীবনে খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদের ভূমিকা কি? খ্রিস্টযিশুকে গ্রহণ ক'রে আমরা কি আধ্যাত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত হই? খ্রিস্টের নিকট থেকে আমরা কিরূপ পুষ্টি পাই? যিশুর বাণী কিভাবে আমাদের পুষ্টি দেয়? আমরা নিজেরা কিভাবে অন্যের জীবনে পুষ্টি দেই? আমাদের আশেপাশে, ধর্মপল্লীতে কিভাবে খ্রিস্টের দেহ সহভাগিতা করা হয়? যিশুর দেহ রক্তের পর্ব আশে পাশের ক্ষুধার্ত মানুষদের প্রতি আমাদের কি করতে ডাকে? নিজেরা কিভাবে অন্যের কাছে জীবন রুটি হব? খ্রিস্টযাগের কোন এক বিকল্প প্রার্থনায় যিশু প্রদত্ত পরমান্ন বিষয়ে বলা হয়: "আমরা যেন এই খ্রিস্টযাগে যোগদান ক'রে এই খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে তোমার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি। আমাদের অন্তরে এমন শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোল, আমরা যেন সর্বদা তোমার পরিত্রাণ-কর্মের মঙ্গল প্রভাব অনুভব করতে পারি।"

৩) আমরা কত সহজে, সর্বদা, প্রায় সব স্থানে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই সেজন্য দয়াময় প্রভুকে বার বার বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ বিষয়ে সবার আরো সদিচ্ছা, সচেতনতা ও তৎপরতা জরুরী। শিশু-যুবাদের, নানা সেবাকর্মীদের এ ক্ষেত্রে শিক্ষণীয়, করণীয় আছে অনেক। সেক্ষেত্রে নানা অবহেলা, অনিয়ম, অনিচ্ছা প্রভৃতি দূর করতে সবার অনেক কাজ করতে হবে। যারা শিক্ষা-গঠন-পরিচালনা দেন তাদের এসব বিষয়ে চিন্তার, করার সত্যিই অনেক কিছু আছে।

৪) আমরা যেন গভীর অনুরাগে ও সম্মানে খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুকে উপলব্ধি ক'রে বার বার দলীয় ও এককভাবে তাঁকে সংস্কারে সাক্ষাৎ করতে যাই। বার বার সাক্রামেন্তের আরাধনাসহ সময় সুযোগ বুঝে তার কাছে অনেক প্রার্থনা করি।

৫) যিশুর জীবন দায়ী উপস্থিতি যা আমাদের পরিবর্তন করে, অনন্ত জীবনের খাদ্যে আমাদের দেহ মন আত্মা পুষ্ট করে। আমরাও খ্রিস্টের মত অন্যদের পুষ্ট করতে সমর্থ হই। খ্রিস্টযজ্ঞের নিবেদন প্রার্থনায় বলা হয়: এটা হবে আমাদের জন্য জীবন রুটি। মানুষের আছে খাদ্যের ক্ষুধা আর মানুষেরর আছে ভালোবাসার ক্ষুধা। রুটি অর্ধেক ক্ষুধা; শরীরের ক্ষুধা দূর করে। কিন্তু আমাদের এক আধ্যাত্মিক দিক আছে। এটাও পুষ্টির জন্য কাঁদে। খ্রিস্টযাগে ঈশ্বরের বাণী আমাদের পরিচালনা, আরাম, অনুপ্রেরণা ও চ্যালেঞ্জ দান করে। অন্য দিকে পবিত্র কমুনিয়নে আমরা অনন্ত জীবনের খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হই। যিশুর উপস্থিতি হল জীবন দায়ী এবং যা আমাদের রূপান্তরিত করে। খ্রিস্টযাগে পবিত্র প্রসাদ গ্রহণ ক'রে আমরা পুষ্ট হই এবং খ্রিস্টের মত অন্যদের পুষ্ট করতে সমর্থ হই।

৬) যিশু ও একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমরা ফলবান হই, আমাদের একতা উপলব্ধি করি। আমরা একদেহ, দৃশ্যমান খ্রিস্টের দেহ-মণ্ডলী রূপে জীবন যাপন করি।

৭) আমরা যেন ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝে যিশুর মত অন্যের প্রতি প্রেমময়, মনোযোগী ও সংবেদনশীল হতে পারি। আর এভাবে আমরা প্রতিনিয়ত ডাক পাই নিজেদের জীবনের বাস্তবতায় পরের কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেবার।

পবিত্র সাক্রামেন্তে যিশুর উপস্থিতি আমাদের শক্তি ও ডাক দেয় যেন আমরাও তাঁরই মত ঈশ্বরের দেয়া দানসমূহ ব্যবহার ক'রে পরার্থে নিবেদিত হই-নিজেকে অন্যের জন্য খণ্ড খণ্ড করি বা দানসমূহ অন্যদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিই, গমের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হই। আর এভাবে যেন যিশুর মণ্ডলীকে সর্বদা সর্বত্র সুগঠিত ক'রে তুলতে পারি।

৮) আমাদের অন্যায্যতা, লোভ লালসা, ভোগ ও স্বার্থপরতা যেন পরাজিত হয় এবং গুরু যিশুর প্রেম ও ন্যায্যতা যেন জয়লাভ করে। আর এভাবেই মানুষের ক্ষুধা, অভাব, দুঃখ কষ্ট দূর করতে যেন সদা তৎপরতা জাগে। কাছের বহু অভাবী মানুষ যেন যিশুর প্রতীক, তিনি যে দরিদ্র মানুষের অন্তরালেও বিদ্যমান; সেকথা মনে রেখে তাদের ভাল না বেসে ঈশ্বরকে ভাল বাসা যায় না। গানের কথা: সেবা কর দুঃখীজনে সে তো তোর খ্রিস্টসেবা। যিশুর নিজেরই কথা: "যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি তাই তুমি করেছ আমার প্রতি।" মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন: বর্তমান যুগে ঈশ্বর যদি দেহধারণ করতে চান, তবে তাঁকে মানুষের খাদ্যরূপে দেহধারণ করতে হবে।

৯) এক দেহ ঘিরে, তা সহভাগিতা ক'রে নিজেদের একতা, মিলন অংশগ্রহণ প্রভৃতি উপলব্ধি করতে সকলে সচেষ্ট হই। এ পর্বের উৎসর্গের বিকল্প প্রার্থনায় যিশুর দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত রুটি ও দ্রাক্ষারস বিষয়ে বলা হয়: "এই যে-আমরা একসঙ্গে মিলে সেই এক পরম অন্ন এবং সেই এক অমূল্য পানীয় গ্রহণ করতে চলেছি, আমরা যেন খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলে একদেহ একাত্ম হয়ে উঠি।"

১০) ছেলেমেয়ে ও যুবাদের বুঝাতে হবে যে যিশু রুটি দ্রাক্ষারসের আকারে নিশ্চিত করতে আসেন যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে, জীবন দিতে ঈশ্বরের ভালোবাসা উপস্থিত।

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা তাদের উদারতা, হাসি-তামাসা, নিবেদন, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি দ্বারা অন্যদের বৃদ্ধি করে।

যিশুর সঙ্গে সম্পর্কে আমাদের নতুন ও পূর্ণতার জীবন শুরু হয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য। যিশুর সঙ্গে সম্পর্কে ও তাকে খ্রিস্টযাগে গ্রহণের ফলে বৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করে।

শেষের কথা: আমরা সকলে যেন যিশুর সঙ্গে যুক্ত থেকে পরিপূর্ণ মানুষ হই, পরস্পরের সাথে যুক্ত থেকে জীবন্ত, সেবাদানকারী মণ্ডলী গড়ে তুলি। এ পর্বের বিকল্প সমাপন প্রার্থনা দিয়ে এ লেখা শেষ করছি: যিশুখ্রিস্টের পিতা, হে পরমেশ্বর, তুমি এই যে-জীবনময় রুটি, এই যে-আশিসধন্য পানীয় আমাদের দান ক'রে থাক, তা তোমার সবচেয়ে মূল্যবান দান, সেই দান স্বয়ং তোমার পুত্র যিশু। আশীর্বাদ কর: স্বয়ং খ্রিস্টের দেহ প্রসাদ-রূপে গ্রহণ ক'রে আমরা সবাই মিলে যেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে তার আধ্যাত্মিক দেহ হয়ে উঠি, যেন খ্রিস্টের মতো জগতের মুক্তির জন্যে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারি।" ৯০

যিশুর দেহ রক্ত আমাদের পরিত্রাণের পাথেয়

সনি রোজারিও

ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, নিজ পুত্রকে এই জগতে প্রেরণ করেন যাতে জগতের মানুষ জীবন পেতে পারে। খ্রিস্ট মানুষ হলেন, সাধারণ মানুষের মত বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে। শেষ ভোজে বসে যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যে-যজ্ঞীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পাদন করেছেন, তিনি সকলকে ভবিষ্যতে তা-ই করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা-ই করবার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও দিয়েছেন। 'খাওয়া-দাওয়া যখন চলছে, সেই সময় যিশু হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর ঈশ্বরকে স্তুতি ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেন; তারপর তা শিষ্যদের দিয়ে তিনি বললেন: "নাও, এ আমার দেহ!" তারপর তিনি একটি পানপাত্র নিলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাত্রটি শিষ্যদের হাতে দিলেন। তিনি তাদের বললেন: 'এ আমার রক্ত-মহাসন্ধির সেই রক্ত, যা অনেকের জন্যেই পাতিত হবে *(মার্ক ১৪:২২-২৪)*।" ক্রুশের উপর যিশু আমাদের মুক্তির জন্য নিজ জীবন বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন। শেষ ভোজে তিনি নিজের দেহ ও রক্ত আমাদের খাদ্য ও পানীয়রূপে দান করেছেন আমাদের পাপ মোচনের জন্য। যিশু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার আমাদের মুক্তির জন্য দান করেছেন। খ্রিস্টের পুণ্যতম দেহ ও রক্তের মহাপর্বোৎসব হচ্ছে আমাদের মহা আরাধ্য সংস্কার খ্রিস্টপ্রসাদ ও খ্রিস্টদেহরূপ মণ্ডলীর মহাপর্ব।

মোশীর সাথে রক্ত বলির মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মনোনীত ইস্রায়েল জাতির মহাসন্ধি স্থাপিত হয়েছিলো। আর এই সন্ধির ফলে তারা হয়ে উঠল ঈশ্বরের আপন জাতি এবং ঈশ্বর হয়ে উঠল তাদের আপন প্রভু। তারা ঈশ্বরের আদেশ মানবে ও তারই পথে চলবে তাই ছিলো প্রাক্তন সন্ধির মূলমন্ত্র। তবে প্রাক্তন সন্ধির এই যজ্ঞবলি হল নতুন সন্ধির মহান খ্রিস্টবলির পূর্বপ্রতীক। খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে নতুন ও চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করেছেন। ক্রুশীয় বলিদানেরই মাধ্যমে মহাসন্ধি স্থাপন করেছেন। খ্রিস্ট হলেন নব সন্ধির মহাযাজক। তাঁর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপের কালিমা মোচন করেছে। তাঁর মাধ্যমে প্রাক্তন সন্ধি পূর্ণতা পেয়েছে।

সপ্তম শতাব্দীতে বেলজিয়ামে প্রথম পালন করা হয়েছিল যিশুর দেহ ও রক্তের মহাপর্ব। পরবর্তীতে পোপ ৬ষ্ঠ উর্বান সমগ্র কাথলিক মণ্ডলীতে এই পর্বটি পালন করার নির্দেশ দেন। এরপর থেকে সারা পৃথিবীতে এই পর্বটি মহাসমারহে পালিত হয়ে আসছে।

পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছেন যে নিজের মাংস ও রক্ত খেতে দিয়েছেন? যা একমাত্র আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট করেছেন। যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে শাশ্বত জীবন পেয়েই যায় আর শেষদিনে তাকে আমি পুনরুত্থিত করব *(যোহন ৬:৫৪)*। আমরা যখন গভীর বিশ্বাস নিয়ে রুটির আকারে খ্রিস্টের দেহ ও আঙ্গুর রসের আকারে খ্রিস্টের রক্ত গ্রহণ করি, তখনই আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে একদেহ একরক্ত হয়ে উঠি। আমাদের অঙ্গগুলিতে তাঁর দেহরক্ত থাকায় আমরা খ্রিস্টবাহক হয়ে উঠি, এমনকি সাধু পিতরের কথা অনুসারে আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠি। যিশু ইহুদীদের বলেন, "তোমরা যদি আমার মাংস না খাও ও আমার রক্ত পান না কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে সেই জীবন আর এলই না *(যোহন ৬:৫৩)*।" তারা কিন্তু তাঁর বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝে, বরং একথা মনে করে যে তিনি তাঁর শারীরিক মাংস খেতে তাদের আহ্বান করছেন, তারা ঘৃণাবোধ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। প্রাক্তন সন্ধিতে দর্শন রুটির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পুরাতন নিয়মের একটা ব্যবস্থা হওয়ায় সেগুলির সমাপ্তি হল। নবসন্ধিতে বরং এমন স্বর্গীয় রুটি ও পারিত্রাণদায়ী পানীয় রয়েছে যেগুলি আত্মা ও দেহকে পবিত্র করে।

ট্রেন্ট মহাসভায় বলা হয়েছে, "যেহেতু আমাদের মুক্তিদাতা খ্রিস্ট বলেছেন যে, রুটির আকারে তাঁর প্রকৃত দেহই তিনি উৎসর্গ করেছেন, ঈশ্বরের মণ্ডলী সর্বদা এই বিশ্বাসই করে আসছে এবং এই পুণ্য মহাসভা এখন পুনরায় ঘোষণা করছে যে, রুটি ও দ্রাক্ষারস উৎসর্গীকরণের দ্বারা, রুটির সমস্ত দ্রব্যসত্তা পরিবর্তিত হয়ে আমাদের প্রভু খ্রিস্টের দেহের সত্তায়, এবং দ্রাক্ষারসের সমস্ত দ্রব্যসত্তা পরিবর্তিত হয়ে তাঁর রক্তের সত্তায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী যথার্থ ও সঠিকভাবে দ্রব্যান্তরীকরণ বলে আখ্যায়িত করেছে। জেরুসালেমের ২২ তম ধর্মশিক্ষায় বলা হয়েছে, "তুমি এ বিষয়ে সুশিক্ষা পেয়েছ ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছ যে, যা রুটির মত দেখতে, তার রুটির স্বাদ থাকলেও তা কিন্তু রুটি নয়, তা বরং খ্রিস্টের দেহ; এবং যা আঙ্গুর রসের মত দেখতে, তার আঙ্গুর রসের স্বাদ থাকলেও তাও আঙ্গুর রস নয়, বরং খ্রিস্টের রক্ত। তুমি এও জান, প্রাচীন কালে

দাউদ ঠিক এবিষয়ে সামসঙ্গীতে বলেছিলেন, রুটি মানুষের অন্তর বলবান করে যাতে তার মুখ আনন্দতেলে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। সেই রুটি আধ্যাত্মিক রুটি বলে গ্রহণ করে নিজের অন্তর বলবান কর ও নিজের আত্মার শ্রীমুখ আনন্দিত করে তোল। সাধু জাস্টিন বলেন, "আমরা প্রভুর ভোজের রুটি ও আঙ্গুর রস সাধারণ রুটি ও আঙ্গুর রস বলে গ্রহণ করি না, কেননা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যেমন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিস্ট ঐশবাণী দ্বারা মানুষ হলেন ও আমাদের পবিত্রাণের জন্য মাংস ও রক্ত ধারণ করলেন, তেমনি যে-খাদ্যের উপরে এমন প্রার্থনার দ্বারা ধন্যবাদ জানানো হয়েছে যে-প্রার্থনায় তাঁরই উচ্চারিত বাণী উল্লিখিত, যে-খাদ্য থেকে রূপান্তরের গুণে আমাদের মাংস ও রক্ত পুষ্টি লাভ করে, সেই খাদ্য হল সেই দেহধারী যিশুর মাংস ও রক্ত।" যিশু বলেন, 'আমি তোমাদের বলে রাখছি, যতদিন না এই ভোজ ঐশ রাজ্যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠে, ততদিন আমি আর কখনো এই ভোজে বসব না' *(লুক ২২:১৬)*। যিশুর প্রবর্তিত নতুন নিস্তার-ভোজ বা খ্রিস্টযাগই সার্থকতা লাভের প্রথম ধাপ। এই ভোজই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এই খ্রিস্টীয় নিস্তার-ভোজ প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পূর্ণ ভাবে সার্থক হয়ে উঠবে জগতের শেষে, স্বর্গের সেই শাশ্বত মিলন-উৎসবে।

যিশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, যে আমার মাংস না খায় আর রক্ত না পান করে সে অনন্ত জীবন পাবেই না। যিশু আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করছেন তার দেহ ও রক্ত গ্রহণ ও পান করতে। তাকে গ্রহণ করলে আমাদের দেহ হবে খ্রিস্টের দেহ। আর আমাদের একতার উৎস হবে খ্রিস্ট। কারণ খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত ঈশ্বর ও আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধন তৈরি করে দিয়েছে। এই মিলন যিশুর দেহধারণ বা জন্মের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হয়নি বরং দেহ ও রক্তের বা খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে হয়েছে। খ্রিস্ট শেষ ভোজের সময় নিজের মাংস ও রক্ত প্রসাদ রূপে শিষ্যদের খেতে দিয়ে ছিলেন, এখনো আমরা খ্রিস্টযাগের সময় তাঁর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি। এইভাবে প্রতিদিন আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিই। যিশু নিঃস্বার্থভাবে নিজের দেহ ও রক্ত আমাদের পরিত্রাণের জন্য দান করেছেন। এ হল আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন, এই ভালবাসার কোন সীমা নেই। আমরা যেন সব সময় তাঁকে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত থাকি। তবে সাধু পল আমাদের মনপরীক্ষা করার তাগিদ দেন "সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি খায় কিংবা পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের দায়ী হবে।" তাই প্রত্যেকে নিজের আত্মমন পরীক্ষা করে তা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। গুরুতর পাপ করেছে এমন সচেতন ব্যক্তিকে মিলনপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের করণীয় কি হতে পারে:

১) নিয়মিত খ্রিস্টযাগে আসা ও যিশুকে গ্রহণ করা।

২) ব্যক্তিগতভাবে সাক্রামেন্তের সামনে একটু সময় অতিবাহিত করতে পারি।

৩) গভীর ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে যিশুকে গ্রহণ করা।

৪) পরিচিতদের খ্রিস্টযাগে আসার জন্য উৎসাহিত করা, এবং বলতে হবে চল খ্রিস্টযাগে যাই।

৫) খ্রিস্টকে প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আর তাই সাধু পল আমাদের মনপরীক্ষার তাগিদ দেন: সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি খায় কিংবা পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের দায়ী হবে। তাই আমাদের অবশ্যই যোগ্যভাবে খ্রিস্টের দেহ গ্রহণ করতে হবে।

৬) যিশু বলেন, যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থকে, আর আমি তার মধ্যে থাকি। প্রিয়জনেরা যদি আমরা খ্রিস্টের মধ্যে থাকতে চাই, অবশ্যই খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে, তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য।

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের ফল:

১) খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের ফল হচ্ছে যিশুর সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ মিলন। তাই সাধু যোহন বলেছেন, যে কেউ আমার মাংস খায় ও রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।

২) খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন করে। লাভ করি নতুন জীবনী শক্তি।

৩) খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদেরকে পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। যতবার আমরা এই রুটি গ্রহণ করি এবং এই পাত্র থেকে পান করি, ততবার আমরা প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করি। সাধু আমরোজ বলেন, "আমরা যদি প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করি, আমরা পাপের ক্ষমাও ঘোষণা করি। যতবার তার রক্ত পাতিত হয়, আর তা পাতিত হয় পাপের ক্ষমাদানের জন্যে- তাহলে আমার উচিত সবসময়ই তা গ্রহণ করা, যাতে সবসময়ই আমার পাপ ক্ষমা করা হয়, কারণ আমি সবসময়ই পাপ করি।"

৪) ট্রেন্ট মহাসভায় বলা হয়েছে, "দৈহিক পুষ্টি যেমন আমাদের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করে, খ্রিস্টপ্রসাদও তদ্রুপ আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমকে শক্তিশালী করে, যা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে; এই জীবন্ত ভ্রাতৃপ্রেম ক্ষুদ্র পাপসমূহকে মুছে ফেলে।"

৫) সাধু পল বলেন, "যারা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে তারা অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর মধ্যদিয়ে খ্রিস্ট সকল বিশ্বাসীদের এক দেহে, অর্থাৎ খ্রিস্টগুলীতে সম্মিলিত কারণে।"

৬) খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদেরকে দরিদ্রদের জন্য নিয়োজিত করে: সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিতে আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ প্রতিনিয়ত অর্ধাহারে, অনাহারে, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের শিকার হয়ে দুঃখ-কষ্টে দিন কাটায়। অনেকে একক বা দলীয়ভাবে দরিদ্রতম ভাইবোনদের মধ্যে খ্রিস্টকে চিনে নিচ্ছেন বা সেবা করছেন। তাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন "বর্তমান যুগে ঈশ্বর যদি দেহধারণ করতে চান, তবে তাঁকে মানুষের খাদ্যরূপে দেহধারণ করতে হবে"। খাদ্যরূপে যিশুর আত্মদানের মধ্যে শুধু আত্মিক মুক্তি নয়, বরং সার্বিক মুক্তির আহ্বান নিহিত।

৭) খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদেরকে এক করে তোলে, এই জীবনের তীর্থযাত্রায় আমাদের সবল রাখে, অনন্ত জীবনের জন্য আমাদেরকে আগ্রহী করে তোলে, এবং এখনই স্বর্গীয় মণ্ডলীর সঙ্গে, ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং সকল সাধু-সাধ্বীর সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে।

খ্রিস্টযাগে উৎসর্গীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারস দ্রব্যান্তরিত হয়ে খ্রিস্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয়। এই রুটি গ্রহণের মধ্যদিয়ে আমরা আত্মায় বলবান হয়ে উঠি। আমরা যতবার এই রুটি ও দ্রক্ষারস গ্রহণ করবো ততই আধ্যাত্মিকভাবে বলবান হয়ে উঠবো। তিনি নিজের দেহ ও রক্ত আমাদের খাদ্য ও পানীয়রূপে দান করেছেন আমাদের পাপ মোচনের জন্য। খ্রিস্ট যিশু আমাদের মুক্তি দাতা এবং এই দেহ রক্ত হলো আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা। আসুন আমাদের সবার জীবনে এই খ্রিস্টের দেহ রক্তকে আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণের চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করি। আমার আত্মার সাথে খ্রিস্টের আত্মার মিলন বন্ধন তৈরী করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়: মঙ্গলবার্তা বাইবেল (নবসন্ধি), কলকাতা, জেভিয়ার প্রকাশনী, ২০০১।

২. ডি' রোজারিও, বিশপ প্যাট্রিক, সিএসসি (সম্পাদিত): কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।

৩. সাধু বেনেডিক্ট মঠ (সম্পাদিত): খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে ঐশবাণী ধ্যান, মহেশ্বরপাশা, খুলনা, ১৯৯৫॥

সাধু আন্তনী খ্রিস্টমণ্ডলীর মহা মানব

এরশাদ আল মামুন

ঈমান বা বিশ্বাস শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বীকার করা, স্বীকৃতি দেওয়া, অনুগত হওয়া অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস করা। প্রত্যেক ধর্মে বা ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে বিশ্বাসের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বাস বা স্বীকৃতি দেওয়ার তিনটি ধাপ, প্রথম ধাপটি হলো অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান, দ্বিতীয় ধাপটি হলো মুখ দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্যে বলে ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান, আর তৃতীয় ধাপটি হলো কাজের মাধ্যমে বা কাজে পরিণত করার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান। এর মধ্যে অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করার ধাপটি আকিদার বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা বিশ্বাসের মূল বা মৌলিক ভিত্তি বা শিকড় স্বরূপ।

সমস্ত প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তার জন্য। মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। মহান প্রভু তাঁর সত্তায়, গুণে, মর্যাদায়, কর্মে ও ক্ষমতায় এক ও অতুলনীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনি মহাজ্ঞানী। সব কিছু দেখেন ও শুনেন। তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন নেই। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইনদাতা, বিধানদাতা। তিনিই আমাদের মালিক ও প্রভু। তারপরও বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য স্রষ্টা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে তার দূত প্রেরণ করেছেন। স্রষ্টার প্রেরিত দূতগণের মধ্যে পাদুয়ার সাধু আন্তনী একজন মহান মানব, কল্যাণকারীদের অন্যতম পথপ্রদর্শক।

তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা আমরা বিভিন্ন পুস্তিকা পড়ে জানতে পেরেছি। তার অন্যতম গুন হলো কোন মূল্যবান বস্তু হারিয়ে গেলে যদি সেই ব্যক্তি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করে অথবা তার নাম মনে থেকে বিশ্বাস করে যদি মানত করে তাহলে তা পাওয়া যায় বলে ভক্তদের নিকট প্রমাণিত। তার মৃত্যুর এতো বৎসর পরও সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করলে মানুষের মনের আশাও পূর্ণ হয়। সাধু আন্তনীর প্রতি এই মানত বা তার প্রতি বিশ্বাস শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও সাধু আন্তনীর বিশ্বাসের ফল পেয়ে থাকেন কারণ সাধু আন্তনী শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাধু নন তিনি স্রষ্টার সকল মানুষের কল্যাণের মহা মানব হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আমি গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ গাজীপুর, কালিগঞ্জ, নাগরী সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে উপস্থিত থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি সকল ধর্মের মানুষের সাধু আন্তনীর প্রতি বিশ্বাসের ঢল। নাগরী ইউনিয়নের পানজোড়া গ্রামে দুই দফায় খ্রিস্টযাগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ধর্মীয়ভাব গাম্ভীর্যতা সহকারে পালিত হয়েছে সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব। তীর্থ যাত্রীদের আগমনে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। দেখতে পেলাম এক নিঃসন্তান দম্পতি দুই বছর পূর্বে সাধু আন্তনীর ঐ তীর্থোৎসব এসে সাধু আন্তনীকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে সন্তান চেয়ে মানত করে ছিলেন এবং গেল বছর ঐ দম্পতির কোলে শিশুসহ সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এরকম মানতকারী হাজারো ভক্তবৃন্দ ঐ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে থাকেন।

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আঠারোগ্রামের গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বক্সনগর গ্রামে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গির্জাটির প্রতিপালক পাদুয়ার সাধু আন্তনী। ১৩ জুন বক্সনগর গির্জায় সাধু আন্তনীর মহা পার্বণ অনুষ্ঠানটি বক্সনগর গ্রামবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে প্রতি বছর পর্বটি পালন করে থাকেন।

মহান সাধু আন্তনী প্রভু যিশুখ্রিস্টের মত অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন যা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে করেছে মহান। বাংলাদেশে সাধু আন্তনীর নামে প্রার্থনা হয়, তীর্থ হয়, পর্ব পালিত হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী ধর্মপল্লীতে প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব হয়। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের রাজাবাড়ীয়া গির্জায় সাধু আন্তনীর পর্ব হয়। এছাড়া রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বনপাড়াতে ফেব্রুয়ারি মাসের একই সময় এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গোল্লা ধর্মপল্লীর বক্সনগর গির্জায় ১৩ জুন পর্ব পালিত হয়। ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর কমলাপুর গির্জায়, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের সোনাপুর (নোয়াখালী) ধর্মপল্লীর এসবালিয়া গির্জায় ও বিভিন্ন স্থানে দলগতভাবে অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালিত হয়। পর্বের আগে নয়দিন ব্যাপী নভেনা হয়।

সাধু আন্তনী ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে লিসবন শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সকল খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাস সাধু আন্তনীকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তাদের মঙ্গল ও কল্যাণে এবং পৃথিবীর সকল খ্রিস্ট ভক্তদের সঠিক পথে পরিচালনার দূত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে। পাদুয়ার সাধু আন্তনী খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশিষ্ট এবং অন্যতম একজন সাধু। পোপ ত্রয়োদশ লিও এই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে তাকে সমগ্র বিশ্বে নন্দিত সাধু বলে আখ্যায়িত করেছেন। খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাসে সাধু আন্তনী একজন দরিদ্র বান্ধব সাধু, যিনি দান-দক্ষিণা করে মানব জাতির উন্নতি সাধন করেছেন।

ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন কিন্তু পাপীকে ভালোবাসেন, এই তত্ত্ব ছিলো সাধু আন্তনীর প্রচারের মূলমন্ত্র। ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে তার শরীর উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তারপর ১৩ জুন সাধু আন্তনীর মহত আত্মা তার নশ্বর দেহ ত্যাগ করে স্বর্গের শান্তি আলোয় স্থান খুঁজে পেয়েছে। সেই মুহূর্তে তার নশ্বর দেহ খানি আকাশের জ্যোতিষ্কের মত উজ্জ্বল রূপ ধারণ করছিল।

সাধু আন্তনীর পবিত্র দেহাবশেষ তার সম্মানে নির্মিত নতুন মন্দিরে স্থানান্তরের প্রয়োজনে ১২৬৩ খ্রিস্টাব্দে তার সমাধি উন্মুক্ত করা হলে দেখা যায় তার শরীরের সমস্ত কিছুই মাটিতে মিশে গিয়েছে শুধু জিহ্বা খানি রয়ে গেছে জীবিত মানুষের মতই সজীব। বক্সনগর কাথলিক সমাজ অতি সৌভাগ্যবান যে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এই জিহ্বা প্রদর্শনের জন্য বক্সনগর গ্রামে আনা হয়েছিলো এবং এই উপধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টভক্তদের দেখার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো।

পোপ নবম গ্রেগরী তার নির্দেশ নামায় সাধু আন্তনীকে সর্বজনপ্রিয় অলৌকিক কর্ম সাধক আখ্যায় ভূষিত করেন। পবিত্র এই মহা মানব কে স্মরণ করার জন্য খ্রিস্টভক্তগণ নিজ নিজ মানত সামগ্রী যেমন রুটি, বিস্কুট, অর্থ এবং স্বর্ণালংকার সহ সাধু আন্তনীর নিবেদনে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ ১৩ জুন উপস্থিত হন বক্সনগর সাধু আন্তনীর পবিত্র গির্জায়। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে কেউ এখানে মানত করেছে তাদের মানতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। অনেকে হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য মানত করেছে, তা ফিরে পেয়েছে। এই সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের মধ্যেই খুব ভালোভাবেই লক্ষণীয়। মহান সাধু আন্তনী সবার মঙ্গল করুন॥

অকৃত্রিম ভালোবাসার আদর্শ পবিত্র যিশু হৃদয়

ব্রাদার জয় আন্তনী রোজারিও সিএসসি

কে না চায় ভালোবাসা পেতে। মানুষ ভালোবাসার কাঙ্গাল। ভালোবাসা হচ্ছে আত্মার আত্মীয়তা, এটি এক ঐশরিক ও মানবীয় গুণ। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়। যেমন- হিন্দিতে পেয়ার, ত্রিপুরা ভাষায় হামাইল, মান্দিতে সিন্না, সাঁওতাল ভাষায় দুলাড়, মাহালি দুপুলাড়, ইংরেজিতে Love. আবার সকল কিছুর মতো ভালোবাসারও রয়েছে প্রকারভেদ। গ্রীক ভাষায় রয়েছে ৩ ধরণের ভালোবাসা-

- Eros: দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা [স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা বিদ্যমান]
- Filiea: ভাতৃত্ব প্রেম [ভাই- বোনের ভালোবাসা]
- Agape: প্রভু যিশুর শেষভোজ অর্থাৎ নিজের দেহ-রক্ত উৎসর্গ অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞানী লী ৬ ধরণের ভালোবাসার কথা বলেছেন-

➢ Eros: এ ধরণের ভালোবাসায় দেহের প্রতি বেশি লোভ থাকে।

➢ Ludas: প্রেম বা ভালোবাসাকে খেলার মতো মনে করে; তাই এ ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

➢ Strage: যে ভালোবাসা বন্ধুত্ব থেকে শুরু হয়।

➢ Pragna: ব্যক্তি পূর্বেই জীবনসঙ্গী কল্পনা করে থাকে।

➢ Mania: ভালোবাসার জন্য সবকিছু করতে পারে। এ ধরণের ভালোবাসা মনোভাবাপন্ন।

➢ Agape: নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। শুধু অন্যের জন্য দিয়ে যায়। যেমন- যিশুর ভালোবাসা।

এখন, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যিশুর হৃদয় কীভাবে অকৃত্রিম ভালোবাসার আদর্শ?

যিশু কে?

যিশু হচ্ছেন একাধারে ঈশ্বর এবং এমন একজন যার নামের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে অনেকগুলো বিষয়। যিশু নামের ইংরেজী প্রতিশব্দ JESUS.যার প্রতিটি বর্ণ বিশ্লেষণ করলে পাই শত গুণের সমারোহ।

J = Just (ন্যায়বান)
E = Ecclesiast (আচার্য)
Entrance (প্রবেশদ্বার)
Exemplar (আদর্শ), Exponent (প্রদর্শক)
S = Saviour (ত্রাণকর্তা)
Self-denying (আত্মত্যাগী)
Seraphic/Sacred (পবিত্র)
U = Unrevengeful (ক্ষমাশীল)
Unappalled (নির্ভীক)
S = Shepherd (মেষপালক)
Soft-hearted (দয়ালু)
Spiritual (আধ্যাত্মিক)
Superlative (সর্বশ্রেষ্ঠ)

যিশুর হৃদয় কীভাবে অকৃত্রিম ভালোবাসার

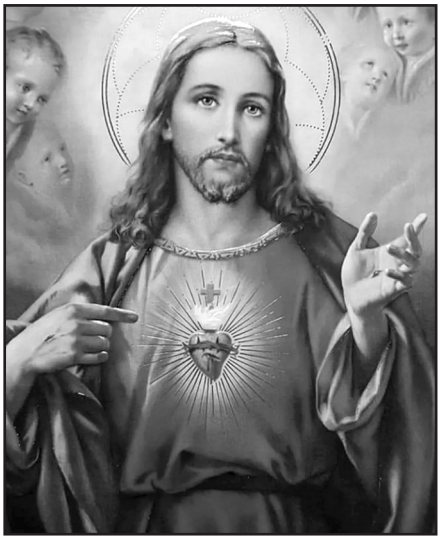

আদর্শ? এর উত্তর জানার পূর্বে নিজেদের প্রশ্ন করি, কখন একজন ব্যক্তির ভালোবাসা অকৃত্রিম হয়ে উঠে? তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি তাঁর ভালোবাসা নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেন, যেখানে কোনো প্রকার দাবি বা শর্ত থাকে না। যে ভালোবাসা আমরা যিশুর মধ্যে দেখতে পাই।

আমাদের প্রতি যিশুর এই ভালোবাসা প্রকাশ পায় যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ১ম পদে "তখন নিস্তার পর্ব শুরু হবে। যিশুর তো জানাই ছিল যে, এবার তাঁর সেই সময় এসে গেছে, যখন এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে তাঁকে চলে যেতে হবে। এ সংসারে রয়েছে যারা, তাঁর সেই সব আপনজনদের তিনি তো বরাবরই ভালোবেসে এসেছেন। এবার তাদের প্রতি তিনি তাঁর সেই ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন।" অর্থাৎ তিনি তাঁর দেহ ও রক্ত পিতার নিকট উৎসর্গ করলেন। কারণ, তিনি আমাদের সবচেয়ে আপনজন; একজন বন্ধু হিসেবে দেখেছেন এবং বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়াকেই শ্রেষ্ঠ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা বলেছেন। "বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর নেই" (*যোহন ১৫:১০*)। তাই তিনি আমাদের একজন অকৃত্রিম ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠতে আহ্বান করেন। "আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালোবাসা না থাকে, তবে আমি ঢং ঢঙ্গানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল মাত্র" (*১ করিন্থীয় ১৩:১*)। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি একজন ভালোবাসাহীন ব্যক্তিকে যিশু একটি জড় পদার্থ বা অনুভূতিহীন বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। যার কাছ থেকে আমরা কোনো কিছুই আশা করতে পারি না এবং তিনি মানবসমাজে একজন মূল্যহীন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন।

ভালোবাসাই সকল কিছুর উর্ধ্বে যার কোনো তুলনা হয় না। "তবে এখন তিনটি জিনিস থেকে যাচ্ছে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা; এগুলির মধ্যে ভালোবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ" (*১করিন্থীয় ১৩:১৩*)। তাই প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের পরস্পরকে এমনকি শত্রুদেরও ভালোবাসতে বলেছেন যেমনটি তিনি আমাদের ও শত্রুদের ভালোবেসেছেন। "এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি; তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস" (*যোহন ১৩:৩৪*)। "কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" (*মথি ৫:৪৪*)। অর্থাৎ, তিনি আমাদের কাছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রত্যাশা করেছেন। যে ভালোবাসায় থাকবে না কোনো ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, অপকার করার মনোভাব, মিথ্যা বা ছলনা, অবিশ্বাস, নিরাশা, অধৈর্য্যশীলতা, প্রতিশোধ পরায়ণতা। একইসাথে, তিনি আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালোবাসতে বলেছেন। "তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসবে" (*২য় বিবরণ ৬:৫*)। প্রভু আমাদের যেমন ভালোবাসেন; তেমনি তাঁর প্রতি শুধু ভয় নয়, ভালোবাসাও অর্পণ করতে হবে। কেননা, একপক্ষ শুধু ভালোবেসে গেলেই হবে না অপরপক্ষকেও ভালোবাসতে হবে। তবেই

ভালোবাসা পাবে পরিপূর্ণতা ও স্বার্থকতা। এভাবেই আমাদের ভালোবাসা হয়ে উঠবে অকৃত্রিম। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন 'ভালোবাসা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল।' আর যখনই আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে তখনই আমরা হয়ে উঠতে পারব যিশুর প্রকৃত শিষ্য। "তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা থাকে" (*যোহন ১৩:৩৫*)। অতএব, যিশুর শিষ্য হওয়ার জন্য ভালোবাসাই প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত এবং পরের হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত এই ভালোবাসা ব্যক্ত হয়। যিশু আমাদের যে নতুন আজ্ঞার কথা বলেছেন এই মৃত্যুই সেই আজ্ঞা। যিশু আমাদের আহ্বান করেন তাঁর ভালোবাসা যেমন অভিনব ও কল্পনার অতীত ছিল; তেমনি আমাদের ভালোবাসাও যেন জগতের কাছে অভিনব ও সীমাহীন বলে প্রকাশ পায়। এককথায় আমাদের ভালোবাসাকেও হতে হবে যিশুর ভালোবাসার প্রতিবিম্ব; যার মাধ্যমে সেই ভালোবাসা হবে মানবজীবনে ঈশ্বর ও যিশুরই ভালোবাসার উপস্থিতিস্বরূপ। যেমনটি বলেছেন সাধু বার্নাড "Because we are loved, we love. And because we love, we become worthy to more love."

যিশুর হৃদয় কী সত্যিই পবিত্র? যদি বা হয় তবে অকৃত্রিম ভালোবাসার সাথে এর সম্পর্ক কী? আমরা কখনো একটি হৃদয়কে একজন ব্যক্তির থেকে আলাদা করতে পারি না। কেননা, হৃদয় একজন ব্যক্তির অনুভূতিস্থল। একইভাবে, ভালোবাসাও অনুভূতিশীল; যা আমরা শুধুমাত্র অনুভব করি এবং হৃদয় থেকেই এ ভালোবাসার উৎপত্তি। অতএব, হৃদয়হীন ভালোবাসা কল্পনাতীত। যেখানে হৃদয় আছে সেখানেই ভালোবাসা। তবে এই ভালোবাসাকে অকৃত্রিম ভালোবাসায় রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন একটি পবিত্র হৃদয়। কেননা, পবিত্র কিছুই পারে কৃত্রিমকে - অকৃত্রিম বা প্রাকৃতিক বা মহৎ করে গড়ে তুলতে। তাই আমাদের প্রথমে হয়ে উঠতে হবে পবিত্র তবেই আমাদের হৃদয় হয়ে উঠবে পবিত্র। প্রভু যিশু নিজে যেমনটি ছিলেন পবিত্র তেমনটি আমাদেরও পবিত্র হয়ে উঠতে আহ্বান করেন। ''ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা পবিত্র হও কারণ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, আমি নিজে পবিত্র'' (*লেবীয় ১৯:২*)। একইসাথে, তিনি তাঁর অঙ্গীকারের ফলস্বরূপ একটি নতুন হৃদয় দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। যে হৃদয় হবে রক্ত-মাংসেরই গড়া একটি অকৃত্রিম ভালোবাসার পবিত্র হৃদয়। ''তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখবো এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তোমাদের দেব'' (*এজেকিয়েল ৩৬:২৬*)।

তাই আসুন আমরা একে অপরের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমাদের হৃদয় এক অকৃত্রিম ভালোবাসার হৃদয় হয়ে উঠে... আমেন।

সহায়িকা: পবিত্র জুবিলী বাইবেল॥

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া প্রেরণ কর্মের আদর্শ

সিস্টার মেরী জেনেভি এসএমআরএ

পরম পবিত্র আত্মার মহাপার্বণে আমি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমাদের রাণীমা কে। প্রভু যিশু তার স্বর্গারোহণের পূর্বেই শিষ্যদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তাঁর শিষ্যদের অসহায় করে চলে যাবেন না। কিন্তু প্রিয় প্রভুর স্বর্গারোহণের পর তাদের যে অসহায় অবস্থা, সেই ভয়ের মুহূর্ত, সেই কঠিন অবস্থায় কী ঘটেছিল আমরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই দেখতে পাই। দিনটি ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর একটি রবিবার। বিশ্বাসীদের "শষ্য সংগ্রহের" পর্বদিন। পুণ্য নগরী জেরুসালেমে দেশি-বিদেশী অগণিত তীর্থযাত্রীর হয়েছে সমাগম। উৎসব মুখর নগরীর উপরতলার একটি শেষ কক্ষ ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। আবদ্ধ কক্ষের মাঝে শোক সন্তপ্ত অসহায় সন্তানের আশায় বসে রয়েছেন মা এবং খ্রিস্টের শিষ্যগণ খ্রিস্ট জননী মারীয়াকে বেষ্টন করে। দুরু দুরু বুকে, মলিন বদন, তাদের প্রাণসংকট। শুধু অন্তরে জ্বলছে তাদের তীব্র আশার প্রদীপ শিখা। মা মারীয়া অসহায় শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন পবিত্র আত্মাকে বরণ করার প্রতীক্ষায়। প্রার্থনা করছেন তাঁরা, বরণ প্রস্তুতির জন্য। প্রভু যিশুর চলে যাওয়ায় শিষ্যেরা অসহায় বোধ করছিলেন। মা মারীয়া তাই অসহায়তা বুঝতে পেরে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন তাদের প্রার্থনায় একাত্ম করেছেন। নির্মেঘ আকাশে সুশান্ত প্রকৃতি, আবদ্ধ কক্ষে অবস্থিত প্রত্যেকের মাথা নত। তারা প্রার্থনা করছেন। তাদের বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় তারা পেয়েছেন পবিত্র আত্মাকে। পবিত্র আত্মার দান সমূহে প্রেরিতগণ হয়েছেন আলোকিত, অন্তরে হয়েছেন বিশুদ্ধ। আর মা মারীয়া হয়েছেন তাদের রাণী। তাই পবিত্র আত্মার মহাপর্বের আগের দিন "প্রেরিতগণের রাণী মা মারীয়া পর্ব" পালন করা হয়। আর এই পর্ব প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী (এসএমআরএ) সংঘের কেন্দ্রীয় পর্ব। মা মারীয়া যেভাবে শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি দিয়েছেন, সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন তেমনি আমরা এসএমআরএ সংঘের সিস্টারগণও মাকে আমাদের রাণী করে তার আদর্শে পথ চলতে চেষ্টা করি। সময়ের ব্যবধান, পরিস্থিতির ভিন্নতা, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা সব কিছুর মধ্যেও আমরা মা মারীয়ার আদর্শে জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করে। মা মারীয়ার প্রার্থনার আদর্শে আমাদের সংঘের প্রার্থনা পরিচালিত হয়। যে কোন অবস্থায় সিস্টারগণ সমবেত ও ব্যক্তিগত প্রার্থনায় প্রভুর ইচ্ছা আবিষ্কার করে সেইভাবে পথ চলতে চেষ্টা করেন।

মা মারীয়া যেভাবে স্বর্গ-দূতের বার্তা *(লুক ১:৩৮)* গ্রহণ করে প্রভুর ইচ্ছাকে হ্যাঁ বলেছেন আমাদের সিস্টারগণও কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকে হ্যাঁ বলে মায়ের আদর্শ অনুসরণ করেন।

প্রভুর আগমন বার্তায় মা মারীয়ার অন্তর যেভাবে আনন্দিত হয়েছিল, তেমনি যেকোন কঠিন পরিস্থিতি, কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাতেও এসএমআরএ সংঘের সিস্টারগণ আনন্দে থাকতে চেষ্টা করেন। প্রভুর জয়গানে তাদের অন্তর পূর্ণ রেখে সেবা কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আর সেই আনন্দ নিয়েই তারা প্রেরণ কাজে বেড়িয়ে পড়েন, যে ভাবে মা মারীয়া ছুটে গিয়েছিলেন এলিজাবেথের ঘরে (*লুক ১:৩৯*)। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "মারীয়া ছিলেন পিতার সেই সেবাদাসী যিনি তাঁর প্রশংসাগান গাইতেন। তিনি ছিলেন সেই রকম একজন শুভাকাঙ্ক্ষী যিনি সব সময় চিন্তিত থাকেন যাতে আমাদের জীবনে পানীয়ের অভাব না পড়ে। তিনি হলেন সেই নারী যার হৃদয় খড়গের আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছেন।" (*মঙ্গলবার্তার আনন্দ ২৮৬*)

সাধারণ ভাবেই আমরা দেখতে পাই পবিত্র আত্মার সঙ্গে মা মারীয়া সব সময়ই জনগণের মাঝে উপস্থিত থাকেন। পবিত্র আত্মার (*শিষ্যচরিত ১:৪৫*) আগমনের উদ্দেশে প্রার্থনায় মারীয়া যেভাবে শিষ্যদের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন তেমনি তিনি এখনও আমাদের পথ দেখান। আমাদের প্রেরণ কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগান।

তাই পবিত্র আত্মার এই মহাপর্বে আমরা আমাদের এসএমআরএ সংঘের প্রতিপালিকা "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়াকে" ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ মা মারীয়া সেবা ও ফলশালী হওয়ার গন্তব্যে পৌছার যাত্রায় পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিজেকে পরিচালিত হতে দিলেন। আজ আমরা তাঁর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি এবং সকলের নিকট পরিত্রাণের বাণী ঘোষণা করতে এবং আরও নতুন নতুন শিষ্যদেরকে প্রেরণ কর্মী হতে সক্ষম করে তুলতে তাঁর সহায়তা কামনা করি॥

বজ্রপাত আতঙ্ক ও প্রতিকারের উপায়

চয়ন রিবেরু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আমাদের দেশে মে-জুন মাসে মৌসুমী আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে বাতাসে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয় আর বায়ু প্রবাহের ফলে জলীয় বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে। এতে কালো মেঘের মধ্যকার ঘর্ষণে তৈরী হওয়া চলমান ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ মেঘে অবস্থিত জলীয়কণাকে ভর করে ভূমিতে চলে আসে। কালো মেঘে থাকা যৌগিক গ্যাসগুলো রোদের তাপে এবং বাতাসের দ্রুতগতির কারণে প্লাজমা (বিক্রিয়ার অনুকূল) অবস্থায় থাকে বিধায় সামান্য ঘর্ষণ বা সংঘর্ষে এসব যৌগ গ্যাস পরস্পরের মধ্যে সহজে বিক্রিয়া ঘটায়। এ কারণে ন্যূনতম ঘর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি ছোট বড় শাখা নিয়ে প্রবর্তিত হতে থাকে। আমরা জানি শব্দের গতির চেয়ে আলোর গতি বেশি বিধায় অনেক আগেই বিদ্যুৎ চমকাতে দেখি, তারপর ভীষণ গর্জন করে ওঠে। যা সাধারণ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি ডেসিবলে শোনা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে যে কারণে বজ্রপাতে প্রাণহাণি ঘটছে

বজ্রপাতের কারণে যে হারে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য কোন একক কারণ এর জন্য দায়ি এ রকম কথা বিশেষজ্ঞগণ বলছেন না। তবে তারা বলছেন, প্রকৃতিকে বৈরি করে তোলার সাথে সাথে মুঠোফোনের ব্যবহার ও মানুষের জীবনযাপনের পরিবর্তন এবং ভোগবাদীতা এর জন্য দায়ি।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, নদী শুকিয়ে যাওয়া, জলাভূমি ভরাট হওয়া আর বড় বড় গাছ ধ্বংস করার ফলে দেশে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা আর্দ্র বায়ু আর উত্তরে হিমালয় থেকে ভেসে আসা শুষ্ক বায়ুর মিলনে বজ্রঝড় সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একসময় দেশের বেশির ভাগ গ্রাম অঞ্চলে বড় গাছ থাকতো। যেমন: তাল, নারিকেল, বটসহ নানা ধরণের বড় গাছ বজ্রপাতের আঘাত নিজের শরীরে নিয়ে নিত। যার কারণে মানুষের আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কম হতো।

বজ্রপাত বিষয়ক গবেষকরা বলছেন, বর্তমানে মানুষ মুঠোফোন ব্যবহার করছে। যার কারণে দেশের বেশিরভাগ এলাকায় বৈদ্যুতিক ও মুঠোফোনের টাওয়ার রয়েছে। পাশাপাশি কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে, সন্ধ্যার পর মানুষের ঘরের বাইরে অবস্থান বাড়ছে আর বেশিরভাগ বজ্রপাতই হয় সন্ধ্যার দিকে। আকাশে সৃষ্টি হওয়া বজ্র মাটিতে কোন ধাতব বস্তু পেয়ে তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। যদিও বজ্রপাতের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে তার একক কোন কারণ বিষেশজ্ঞরা বলছেন না, তবে এর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যন্ত্রাংশ ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে এ মৃত্যুর সংযোগ খোঁজা সহজ হবে।

সরকারী উদ্যোগ

বজ্রপাত প্রতিরোধ ও মানুষের প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এক কোটি তাল গাছ রোপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলো। যার মধ্যে ৩৮ লাখ চারা রোপনের পর দেখা যায় তা এক বছরের মধ্যেই অযত্নে অবহেলায় মারা যায়। তাছাড়া একটি তাল গাছ বড় হতে ২০-৩০ বছর সময় লেগে যায়। সেভ দা সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরামের গবেষক সেলের প্রধান আব্দুল আলীম মনে করেন এ পরিকল্পনা যথার্থ ছিল না।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, তালগাছ প্রকল্প আমরা বাতিল করেছি। এটা কোন ফল দেয় নি। এখন আমরা লাইটিনিং অ্যারেস্টারসহ লাইটিনিং শেল্টার নির্মাণ এবং আর্লি ওয়ার্নিং ফর লাইটনিং, সাইক্লোন অ্যান্ড ফ্লড-দুইটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এ প্রকল্পের জন্য ১৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর বাইরে বজ্রপাত প্রবণ ১৫টি জেলায় লাইটনিং অ্যারেস্টার স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো বজ্রপাতপ্রবণ জেলায় এগুলো বসানো হবে।

বজ্রপাতে যে সকল সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

এপ্রিল - জুন মাসেই আমাদের দেশে বেশি বজ্রপাত হয়ে থাকে। তাই এ সময়ে আমাদের বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। আবহাওয়ার খবর ও মেঘের আনাগোনা দেখে আগাম ধারণা নেয়া যেতে পারে। আমাদের যে সকল সাবধানতা আবলম্বন করা উচিৎ সেগুলো হল;

১) আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখলেই সাবধান হওয়া দরকার এবং মেঘের আওয়াজ শোনামাত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া;

২) বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না;

৩) কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন;

৪) কোন বিদ্যুৎ পরিবাহীর পাশে মোটেই দাঁড়ানো উচিৎ না বরং পাকা বাড়ী বেশি নিরাপদ;

৫) বজ্রপাতের সময় ফাঁকা মাঠে অবস্থান করা মোটেই নিরাপদ নয় কারণ সোজাসুজি মানুষের গায়ে পড়লে মৃত্যু অবধারিত;

৬) বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহত ব্যক্তিদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চি কিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্রপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে;

১) বজ্রপাতের সময় টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে কথা না বলাই ভাল কারণ বজ্রপাতের সময় টেলিফোন আক্রান্ত হতে পারে;

২) নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে বসে মাটি স্পর্শ করে দু'হাত হাঁটুর উপর রেখে মাথা নিচু করে বসুন;

৩) বনে বা জঙ্গলে অবস্থান করলে বড় গাছের তলায় আশ্রয় না নিয়ে ছোট গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখুন;

৪) আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেলে খোলা মাঠ, পাহাড়ের চূড়া, হাওড়, সমুদ্র সৈকত বা উঁচু স্থানে অবস্থান না করা ভাল কারণ বজ্রপাত উঁচুস্থানে আঘাত হানে;

৫) বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য প্রতিটি বাড়িতে নিরাপত্তার জন্য আর্থিং সংযুক্ত রড স্থাপন করা;

৬) বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নীচে আশ্রয় নিন; এবং

৭) বজ্রপাতের সময় ধাতবযুক্ত ছাতা ব্যবহার করবেন না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে পারেন।

দুর্যোগ ঘোষণা

সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বজ্রপাত এবং এর হাত থেকে জানমাল রক্ষায় সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বজ্রপাতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছে। বজ্রপাতে হঠাৎ করেই মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট বজ্রপাতকে 'দুর্যোগ' হিসাবে ঘোষণা করেছে।

উপসংহার

বজ্রপাত অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত এটিও নিয়ন্ত্রণহীন দুর্যোগ। কাজেই এ বজ্রপাত দুর্যোগ থেকে হয়ত সম্পূর্ণ পরিত্রাণ কখনোই পাওয়া যাবে না। কিন্তু কিছু বৈজ্ঞানিক সতর্কতামূলক পথ অবলম্বন করলে কিছুটা হলেও আমরা রক্ষা পেতে পারি। যেমন: গুমোট বা বর্ণিত আবহাওয়া দেখলে ঘরের বাইরে বের না হওয়া, প্রত্যেকটি ঘর বাড়ি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বজ্রপাত প্রতিরোধ হিসাবে তৈরি করা, সুউচ্চ দালান কোঠাকে পুরোটা সুরক্ষার জন্য ইলেকট্রিক আর্থিং করা ও খোলা জায়গায় উঁচু গাছ বিশেষ করে তালগাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে বনায়ন করা। ফলে একদিকে যেমন বজ্রপাতের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব, পাশাপাশি দেশ হয়ে ওঠবে সবুজের সমারোহে। তাছাড়া পাঠ্য পুস্তকে সিলেবাস হিসাবে অর্ন্তভূক্ত করা ও এ বিষয়ে সরকারী এবং বেসরকারী ব্যাপক সচেতনা মূলক কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যদিয়ে আমরা বজ্রপাত দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

তথ্য সূত্র:

দৈনিক বিভিন্ন পত্রিকা, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা টাইমস , ইন্টারনেট।

সবুজ মণ্ডলী

স্যামুয়েল পালমা

পর্ব-২

চলুন না আলোচনা থামিয়ে আগে আমরা একটু হেঁটে আসি 'সবুজ মণ্ডলী' বলতে আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিচরণ কতদূর, তা দেখতে! আমিও কিন্তু যখন মাথায় নিয়ে আসি 'সবুজ মণ্ডলী' সম্পর্কে লিখবো, তা এসেছিল একদমই ব্যক্তিগত ধারণা থেকে। তারপর যখন পড়াশোনার জন্য একটু ইন্টারনেট ঘাটলাম, দেখলাম মণ্ডলীতে এই সবুজ মণ্ডলী'র এক বিশাল রাজ্য। এই প্রথম আমি দেখলাম, বর্তমান পোপ ফ্রান্সিসকে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ আখ্যা দিয়েছেন বিশ্বের প্রথম 'সবুজ পোপ' হিসাবে। মণ্ডলীতে 'সবুজ মণ্ডলী' বলতে যে মূল ধারণার কথা সবাই স্বীকার করে তা হলো 'সৃষ্টির যত্ন'। পোপ ফ্রান্সিস এভাবেই বলেছেন ''আমরা হাতে পেয়েছি একটা বাগান, তা আমরা একটা মরুভূমি করে ফেলে যেতে পারি না"। তিনি এই সবুজ আধ্যাত্মিকতাকে, অর্থনীতিকে, এবং শিক্ষাকে পালন করার জন্য ৭ বছরের কর্ম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। পোপ মহোদয় বিশ্বের যে কঠিন কিছু বিষয়ের উপর তার বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষয় হলো ('health of our planet') 'আমাদের গ্রহের যত্ন নেয়া'। মূলত: জীবাশ্ম জ্বালানী রোধ করণ ও কৃত্রিম পলিথিন তৈরীর মহাযজ্ঞ থামানো বা সীমিতকরণ, যা কিনা স্থল ও জলজ প্রাণী, পাখী ও কীট পতঙ্গকে এবং কৃষিকে বিরাট হুমকীর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি শিল্প বর্জ্যের বিশালত্বের ও হুমকির বিষয়েও সতর্ক করে দেন।

পোপ ফ্রান্সিস সবুজ পোপ হিসাবে আখ্যা পাওয়ার মূল কারণ হলো, তার ১৯২ পৃষ্ঠার এক প্রচার পত্র ('Laudato Si') যাকে তিনি বিশ্বের নেতাদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এই গ্রহের যত্ন নেয়াকে কেন্দ্র করে। 'Laudato Si'র ইংরেজি হয় 'praise be to you' যা বাংলায় 'আপনার প্রশংসা হোক'। এই 'Encyclical' বা খোলা পত্রে পৃথিবীকে তিনি একটা হোম বা বাড়ি বলেছেন, যেখানে এক বিশাল সম্পদ মানুষের এবং প্রাণী জগতের যত্ন নিচ্ছে। আর ঈশ্বরের এই সৃষ্টির যত্নের বা রক্ষার মাধ্যমে মানুষ হিসাবে আপনার যেন প্রশংসা হয় তিনি তার আহ্বান জানান। আরো শক্তভাবে পোপ ফ্রান্সিস যা বলেছেন তা হলো, 'পরিবেশ ধ্বংস বা নষ্ট করা একটা পাপ'। এ ব্যাপারে তিনি অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকেও মহৎ করে দেখেন।

পশ্চিমা বিশ্বের তথা উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে কোন দেশে কত বেশি ধর্মপল্লীকে 'সবুজ মণ্ডলী' বা 'গ্রীন চার্চ' হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে পারে -তার একটা প্রতিযোগিতা চলে। ডেনমার্কে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩২টি চার্চ বা ধর্মপল্লীকে সবুজ মণ্ডলীর আওতায় নিয়ে আসে। বর্তমানে তারা এনার্জি রক্ষা করতে গির্জার ছাদে সৌরশক্তির সোলার প্যানেল ব্যবহার করছে। আমেরিকা, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা সহ প্রায় সকল পশ্চিমা দেশগুলোতেই 'সবুজ মণ্ডলী' বা 'Green Church' সংগঠন প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সংগঠনের কার্যক্রমগুলোর মূল লক্ষ্যই হলো ঈশ্বরের 'সৃষ্টির যত্ন' নেয়া। এর মধ্যে আছে; এনার্জি ও পানি রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচারণা, খাদ্য অপচয় রোধ করা, প্রকৃতি রক্ষায় আইনি লড়াই এবং সহায়তা, ভূমির যত্ন -পরিবেশ রক্ষাকারী সার ব্যবহার, রাসায়নিক ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি পরিবেশ সহায়ক বিষয়গুলো।

পোপ ফ্রান্সিসের খোলা চিঠিতে মূলত: এই প্রকৃতি রক্ষার নির্দেশই-বা যদি নির্দেশ না বলি তবে বলা যায় দিক নির্দেশনা বা আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রেক্ষিতে আমি যখন সবুজ মণ্ডলীর কথা চিন্তা করছি তখন প্রথমেই আমি চিন্তা করছি মানুষ রক্ষা ও মানুষের মূল্যবোধ রক্ষার সবুজ মণ্ডলী আমাদের খুবই দরকার। আগে মানুষ বা মানুষের সম্পদ বাঁচলে তো আমরা প্রকৃতির জন্য কাজ করতে পারবো। মাদকতার বা নেশার জন্য আজকে যেখানে বেশির ভাগ কিশোর শিক্ষা থেকে ঝরে পরছে, সেখানে তারা নিজেরাই বা কি সম্পদ তৈরী হবে বা তার সন্তানদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত বা সুন্দর পরিবেশের স্বপ্নই বা তারা দেখবে কিভাবে। তাছাড়া বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া সহায় সম্পদ ধরে রাখার জন্যও যেটুকু যোগ্যতা দরকার, তা-ও অর্জিত না হওয়ায় তারা নিজেরাই অচিরে নিঃস্ব হবে, পরিবেশ বা গ্রহ রক্ষা করার চিন্তা তো দূরে থাক। অন্যদিকে, সবুজ মণ্ডলী গড়তে গিয়ে কিছু ক্ষমতা লোভী জ্ঞান বর্জিত নেতাদেরও বিপথ থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে আমাদের। এই নেতারা মাদককে এবং এদেশের কিশোরদের যেভাবে ক্ষমতায় যাবার সিড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে, এতে মাদকের পদতলে পদদলিত হয়ে এই কিশোররা শিক্ষা ও মূল্যবোধ সবই হারাচ্ছে। অন্যদের উপরে উঠার সিড়ি হতে গিয়ে নিজেরা অবশেষে বলির পাঠার শিকার হচ্ছে। নিজেদের শিক্ষার শিকড় ভেঙ্গে ফেলছে। উপযুক্ত নেতা হবার জন্য যে মূল্যবোধ দরকার তা হারিয়ে সমাজ থেকে কোন যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না বিধায় তৈরি হচ্ছে পাতি নেতা, আর সারাজীবন মাদকদাতাদের পদ লেহন করেই বাঁচতে হচ্ছে। যোগ্য নেতা তৈরি ছাড়া যোগ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়॥

রূপসী পরিবেশ

রিড্যান্স মন্ডল

তুমি স্নিগ্ধ মুক্তা মনি,
রূপে রূপস্বীনি
তুমি মোর স্নেহের ভোর, সান্ধ্যে কামিনী।
তোমার সঙ্গে প্রেমের লগ্নে আমি পিয়াসী
তোমার অঙ্গে প্রেমী সুগন্ধে বাজে বংশী।
তুমি সুন্দর দীপ্তি প্রখর আলোময়ী
তুমি প্রশান্তি, চির জয়ন্তী মধুময়ী।
স্বর্গ তুমি, ওগো প্রেমী দিব্য মায়াবতী
কর্মে তুমি শ্রেষ্ঠ গুণি, মর্মে শুদ্ধ সতী।

তোমার স্পর্শে শুধুই বর্ষে প্রেমী বৃষ্টি
আমি রুদ্ধ, দেখে মুগ্ধ ঐ তোমার দৃষ্টি।
তৃপ্ত ধরা ধন্য ভূমি তোমার গড়নে
চন্দ্র মাখা উজ্জ্বলতা তোমার বদনে।
ভুবন মাঝে,জীবন সাঁঝে থাকি যদি
স্বার্থক আমি পূর্ণ আমি, ওগো প্রিয়সী।

শেফালীরা

সুনীল পেরেরা

মরা গাঙ্গের ত্রিমুখি বাঁকের পশ্চিম পাড়েই শেফালীদের বাড়িটা। বাড়ি বলতে এক চিলতে ভিটায় একটা টিনের ছাপড়া। একটু সামনে গেলেই কালীমন্দির। মন্দিরের পিছনেই নদীর চরে শ্মশান ঘাট। এ পথে রাত বিরাতে চলতে গেলে অনেকেরই বুক কাঁপে। শ্মশানে যেদিন আগুন জ্বলে সেদিন পথ চলতি লোকেরা ভোরনের দোকানে একটু থেমে বিড়ি-সিগারেট জ্বালিয়ে তারপর পথ ধরে। তাদের ধারণা আগুন হাতে থাকলে ভুত-প্রেত কাছে আসার সাহস পায় না। শেফালির স্বামী ভোরন এসবের ধার ধারে না। রাত বারোটা পর্যন্ত একা একাই দোকানে বসে থাকে। বাস ট্রেনের শেষ ট্রিপে অনেকেই আসে শহর থেকে। কাজেই বসে থাকলেই লাভ। দোকানে এখন চা-সিঙ্গারা পুরিও হয় সকাল-সন্ধ্যায়। শেফালী রাতেই ময়দা মেখে রাখে আর সকালে ভাজিটা গরম করে দেয়। তিন জনের ছোট্ট সংসার দোকানের আয়ে সংকুলান হয় না। তাই শেফালী কোন বাড়িতে কাজের ডাক পেলেই ছুটে যায়। দিনের মজুরিসহ একবেলার খাবার পায়। বিকেলে ওটা নিয়ে সে চলে আসে। সাথে একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিলেই হয়। শাক-সবজি তার ক্ষেতেই হয়। চালের লাউ-কুমড়ো সারা বছরই বেঁচতে পারে। শেফালী জীবনে এর বেশি কিছু সে আশাও করেনা। মধ্যবিত্ত সংসারে প্রয়োজন একমুঠো অন্ন, এক অঞ্জলি জল,এক টুকরো বস্ত্র, এক রাত্রির আশ্রয়, একটি স্নিগ্ধ স্পর্শ, একটি মধুর হাসি আর একটি প্রিয় সম্ভাষণ। ভোরন খুব নরম মনের মানুষ। আত্মীয়-পাড়া পড়শিরা কিছু চাইলে আর না করতে পারে না। তার খরচের হাতটাও লম্বা। হাতে কিছু টাকা হলে মাছ-মাংস কিনে নিয়ে আসে। বলে গরীব বলে কি মনে চায় না ভালো-মন্দ খেতে? পরের দিন দেখা যায় মাল কেনার পয়সা নেই। খরচের হাত লম্বা হলে জীবনে দাঁড়ানো যায় না।

নদীর জল কখনো থেমে থাকে না, মানুষের জীবনটা কিন্তু এক সময় থেমে যায়। ভোরনের জীবনটাও হঠাৎ করে থেমে যায়। এমনিতেই সে ক্ষয়-কাশের রোগী। ইদানিং মুখ দিয়ে কাশির সাথে রক্তপড়া শুরু হয়েছে।

টাকার অভাবে নানান ধরনের অপচিকিৎসার ফলে রোগটা এখন দেহের মধ্যে বেশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। এখন শেষকালে চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যবসার পুঁজি গেল। শেষ সম্বল জমিটা বিক্রি করে চিকিৎসা চলছে।

এই অবস্থায় পাশের গায়ের মনু বেপারীর ছেলে ধনু মিয়ার সাথে শেফালীর দেখা হয়। ধনু মিয়া রোজ বাড়ি থেকে ট্রেনে যাতায়াত করে। বিদেশী কোম্পানীর এক সাহেবের ড্রাইভার। চলতি পথে প্রায়ই দোকানে চা নাস্তা খায়। ইদানিং দোকান বন্ধ দেখে ধনুমিয়া নিজেই শেফালীকে জিজ্ঞেস করে জানতে চায়। শেফালীর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে ধনু মিয়া এক লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। শেফালী যেন বাঁচার নতুন পথ খুঁজে পায়। স্বামীর সাথে আলাপ করে পরদিনই ধনু মিয়াকে জানিয়ে দেয় ।

বিদেশি সাহেবের ঘরে আয়ার চাকরি। একটা মাত্র বাচ্চা। বেতন ভালো, থাকা-খাওয়া ফ্রি। মাস শেষে চার দিনের ছুটি। এতে স্বামীর চিকিৎসাও হচ্ছে, নিজের সন্তানটিও ভালোমন্দ দু'বেলা খেতে পাচ্ছে। শেফালী আসার পর ধনু মিয়াও কোয়ার্টারে ওঠে এসেছে। শেফালীকে নিয়ে মাঝে মধ্যেই ঘুরতে যায় পদ্মার পাড়ে না হয় অন্য কোথাও। এভাবেই বেশ চলছিল জীবন। হঠাৎ করেই ধনু মিয়ার চাকরিটা চলে গেল। একদম অফিস থেকেই নগদ তিন মাসের বেতন দিয়ে বিদায়। কোয়ার্টারে পর্যন্ত ঢুকতে দেয়নি মেমসাহেব। ঘটনার কিছুই শেফালী জানতে পারেনি । সে ভেবেছে হয়তো অফিসের কাজে ধনু মিয়া বাইরে কোথাও গেছে। দুইদিন পরেই নতুর ড্রাইভার শোভনের কাছ থেকে জানতে পারে শেফালী। এ হেন সংবাদে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন শেফালীর মাথায়। তবে কি মেমসাহেব ঘটনা টের পেয়েছে? নাকি তার চালচলনে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে ।

মাস শেষে ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসে শেফালী। দাড়োয়ান তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয় নি। শোভন তার হাতে একটা ইনভেলাপ ধরিয়ে দেয়। এ অবস্থায় কি করবে শেফালী ভেবে পায় না। স্বামী-সংসার সমাজ কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। এতটুকু মেয়ের কাছে এই কলঙ্কিত মুখ দেখাবে কি করে। ধনু মিয়ার খবর নিয়েছে সে বাড়ীতেও যায়নি। শোভন ড্রাইভার বলেছে ধনু ভাই মহাখালীর বস্তিতে ঘর নিয়েছে, তবে সঠিক ঠিকানা তার জানা নেই।

গেটের বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কান্নায় তার বুক ভেসে যায়। এই প্রাসাদতুল্য বাড়ি থেকে ছুটিতে গিয়ে মেয়ের কাছে এমন সব বর্ণনা দিয়েছে, যেন সে স্বর্গবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে। ভগ্ন দেহে এসব শুনে গোপনে নিঃশ্বাস ফেলে ভোরন। হয়ত মনে কোন সর্বনাশের আশংকায়। ইদানিং তার রোগটা আরও বেড়েছে। শুকনো কাঠির মত দেহে মাংসের চেয়ে হাড়ের সংখ্যাই বেশি।

যখন কেউ প্রতারিত হয়; তখন তার শারীরিক মৃত্যুর আগেই মানসিক মৃত্যু হয়। অর্থাৎ তার ভিতরেই দুঃসাহসিক চিন্তা ঢুকে যায়। শেফালী অনেক ঘুরে ফিরে ধনু মিয়ার দেখা পায়। ধনু মিয়া তাকে ফেলে দেয় না। বলে, "আকাম যখন একটা কইরাই ফালাইছি তয় তোরে আমি গাঙে ভাসাইয়া দিমু না। মোনে চাইলে আমার লগে সংসার করবার পারছ।" একটু থেমে আবার বলতে থাকে, "গেরামে আমার বৌ-পোলাপাইন থাকব, তুই থাকবি আমার লগে। তবে তর বাচ্চার হিসাব তোর কাছে ।

শেষ পর্যন্ত শেফালী আর গ্রামে ফিরে যায়নি। তার বাচ্চার দায়দায়িত্ব নিতে রাজী হয়েছে ধনু মিয়া। সে তার আগের স্ত্রীকেও ফেলে দেয়নি। মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে। ঐ রোগা-পাতলা মেয়েটা তিন বেলা খাবার পেলেই খুশি।

মাস খানেক পর হঠাৎ একদিন ধনু মিয়ার বউ সালেহা বস্তিতে এসে হাজির। ধনু মিয়া ওয়ার্ড কমিশনার মোহন সর্দারের সাথে তখন ঢাকার বাইরে। শেফালীর সাথে প্রায় ঘন্টাখানেক বস্তির ভাষায় বাক্যস্রোত চলে সালেহার। রাগে অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে শেফালীর। এই অল্প দিনেই সেও বস্তির ল্যাংগুয়েজ বেশ রপ্ত করেছে। এখানে বাঁচতে হলে দাপটেই চলতে হবে। তাই সেও গায়ের ঝাল মিটিয়েছে সতীনকে গালাগাল দিয়ে।

পাকেচক্রে ধনু মিয়া এখন ডাকদাপুটে নেতা। সে বুঝতে পেরেছে এখানে প্রতাপ না দেখালে কেউ তাকে নমো নমো করবে না। তার ওস্তাদ মোহন সর্দার এখন চাঁদাবাজী আর নারী নির্যাতন মামলার তোড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। অবৈধ সম্পদ উপার্জনের মামলা করেছে দুদক। অতি সংগোপনে মামলার মাল মশলা ধনু মিয়াই যোগান দিয়েছে দুদকে। মোহন সর্দারকে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সে বস্তির ভগবান বনে যাবে। বস্তিতে দৈনিক লাখ টাকার বেশি চাঁদা আদায় হয়। এখন ধনু মিয়াই সে টাকা বাটবাটোয়ারা করে। ফলে বড় ভাইদের কাছে তার কদর দিন দিন বাড়তে থাকে। বস্তির পলিটিকসের ধারাটাই এমন। 'পুরাতনকে ঝেটিয়ে খেদাও নতুনকে গড়ে তোল', তবেই সুবিধা ।

শেফালী ক্রমেই বস্তির রাণী বনে গেছে। এখন তার দখলে বেশ কয়েকটা ঘর। এরই মধ্যে শেফালী বুঝতে পেরেছে, বস্তির এই জমিদারি যে কোন মুহূর্তেই বেদখল হয়ে যেতে পারে। চোখের সামনেইতো দেখেছে মোহন সর্দারের পতন। মাসে দু'একটা মার্ডারও হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে শেফালীর বিত্তের পাহাড় বাড়ছে। তাই সেও অনুভব করছে তার ভবিষ্যতটা ক্রমেই পাতালের দিকেই নেমে যাচ্ছে। এখানে রাম রহিমের যুগলবন্দি হতে সময় লাগে না। আবার স্বার্থের খাতিরে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে বুকের বোতাম খুলে দাঁড়াতেও পিছুপা হয় না। এখানকার নেতা-পাতি নেতারাও যেন এক একটা ভগবান। ভগবান না বলে বরং অবতার বললেই ভালো মানাবে। ভগবান তো চিরকালীন আর নেতারা এই আসে এই যায়। যুগে যুগে এমনটাই হচ্ছে। আজকের অবতার ধনু মিয়া। ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে এরা কোথায় ছিটকে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তখন তার মত শেফালীরাও হারিয়ে যাবে সমকালের ঘূর্ণিস্রোতে। শেফালীর পায়ের নিচে তখন আর একমুঠো মাটিও থাকবে না।

স্বপ্ন অনেকেই দেখে, তবে সবার স্বপ্ন সফল হয় না। এরই মধ্যে মোহন সর্দার ফেরারী হয়ে যায়। ধনু মিয়া এখন পরিপূর্ণ ভগবান। কিন্তু মানুষ-ভগবানের রাজত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এক রাতে পুলিশ এসে ধনু মিয়াকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যায়। ঘরে সোনাদানা, টাকা পয়সা যা ছিল সেগুলো পুলিশ তুলে নেয়। সেই রাতেই বস্তির লোকেরা শেফালীকে ঘর থেকে বের করে দেয় । শেফালী এক কাপড়ে কোলের সন্তানকে নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। এ ঘটনার পরে শেফালীর আর কোন সংবাদ কেউ জানতে পারে নি। সংসারে শেফালীদের ভাগ্য বুঝি এমনটাই হয়!

সাধু আন্তনীর মূর্তি

ফাদার আবেল বালিস্টিন রোজারিও

ছবি: ইন্টারনেট

প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়। পর্বের পূর্বে নয় দিন নবাহ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। হাজার হাজার আন্তনী ভক্ত এ নবাহ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। নবাহের এবং পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগের আগে ও পরে অনেক খ্রিস্টভক্ত প্রার্থনা করে, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মানত দান করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মূর্তির দিকে তাকিয়ে আপনি কি দেখেন? মূর্তিতে বা সাধু আন্তনীর ছবিতে কি আছে? এর উপরই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ।

প্রথমত আমরা দেখি সাধু আন্তনীর মাথায় প্রায়ই চুল নেই, মনে হয় টাক পড়েছে, মাথার চারদিকে সামান্য একটু চুল আছে। একে বলা হয় করোনা (Coruna)। মাথার চুল মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের একটি অংশ; বিশেষ করে মহিলাদের। মাথায় করোনা রাখা মানে মাথার বা দেহের সৌন্দর্য থেকে ত্যাগস্বীকার করা। সিয়েনার সাধ্বী ক্যাথেরিনা যুব বয়সে তার চুল কেটে ফেলেছিলেন, যেন কোন যুবক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। তারপর দেখি সাধুর দেহে বড় একটা ক্যাসাক। ফাদার, ব্রাদারগণ এরকম ক্যাসাক ব্যবহার করেন। সাধারণত ক্যাসাক সাদা রঙের হয়, কিন্তু অন্যান্য রঙেরও হতে পারে। সাধু আন্তনীর ক্যাসাক বেগুনী রঙের। সাধু আন্তনীর ক্যাসাকের একেবারে উপরের অংশ একটু ভাজ করা, এই ভাজ করা অংশকে বলা হয় কাপুচ (Capuch) রোদে বৃষ্টিতে এই (Capuch) অংশটা মাথায়ও উঠানো যায়। সাধুর কোমরে বাঁধা আছে একটা দড়ি বা রশি (Cord) কর্ড। এই রশিতে একটা গেরু আছে এটা হলো ব্রতের প্রতীক - দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য। রশির অপরদিকে আছে একটা রোজারীমালা, মা মারীয়ার প্রতি তার ভক্তি ভালবাসার চিহ্ন। এক হাতে আছে এক গুচ্ছ সাদা ফুল, তার পবিত্রতার প্রতীক, আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন। সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সাধু আন্তনীর সব মূর্তি বা ছবিতে দেখা যাবে সাধুর কোলে রয়েছেন শিশু যিশু। সাধু আন্তনীর জীবনকালে পাদুয়াতে তিগো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। সাধু আন্তনী যখনই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে পাদুয়াতে যেতেন তিগো সর্বদা সাধুকে নিজ ভবনে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

১২২৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু আন্তনী পাদুয়াতে তিমোর বাড়ীতে ছিলেন। এক রাত্রিতে তিমো সাধু আন্তনীর সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন এক স্বর্গীয় উজ্জ্বল আলো দরজার নীচ দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কৌতুহল বশত দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে তিনি দেখলেন অবর্ণনীয় সুন্দর শিশু যিশু সাধুর কোলে। তিমো এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে গম্ভীরভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে সেই দৃশ্য বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু তিমো তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। হঠাৎ সাধু আন্তনী দরজা খুলে বন্ধু তিমোকে এই অনুরোধ জানালেন তার জীবনকালে যেন এই দর্শনের কথা কারো কাছে প্রকাশ না করেন। তিমোও সাধুর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই দর্শনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। সাধুর মৃত্যুর পর তিনি তা প্রকাশ করেছেন ।

এখন সাধু আন্তনীর মূর্তি নিয়ে ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। ইণ্ডিয়ার গোয়া প্রদেশে প্রতি বছর সাধু আন্তনীর গির্জায় ১৩ জুন পর্ব পালন করা হয় ঠিক বক্সনগর উপধর্মপল্লীর মত। ৯ দিন নবাহ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ করার পর ১০ম দিনে পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগ গির্জার বাইরে বিরাট ময়দানে উৎসর্গ করা হয় কারণ পর্বের দিন এত মানুষ উপস্থিত হয় যে গির্জায় জায়গা হয় না। এখন তো সুবিধা আছে বাইরে বসে বিশেষ পর্দায় সব কিছু দেখা ও শোনার। ১৫-২০ বছর আগে এই সুযোগ ছিল না। পর্বের আগের দিন বিকেলে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত বেদী সাজাচ্ছে, সাধু আন্তনীর বিরাট ভারী মূর্তি রাখার জন্য মঞ্চ তেরি করা হচ্ছে। দুইজন যুবক ভাই গির্জা থেকে মূর্তিটা বাইরে আনার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। পাল-পুরোহিত তো ভীষণ রেগে গেলেন। বহু মানুষ এই মূর্তির সামনে এসে প্রার্থনা করবে, মানত দেবে, টাকা পয়সা দান করবে। হায় হায়! এবার কি হবে? একজন যুবক ভাই বলল, ফাদার আর রাগ করে কি হবে? এই মুহূর্তে তো একটা মূর্তি বানানোও যাবে না কেনাও যাবে না। আমরা এক যুবক ভাইকে সাধু আন্তনীর মত সাজিয়ে আগামীকাল মঞ্চে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলি আর আপনি ওকে ১০ টাকা দিবেন। পরদিন পর্বদিনে এক যুবক ভাই ১০ টাকার বিনিময়ে মাথার চুল কেটে, সাধু আন্তনীর মত পোষাক পড়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে রইল। একটুও নড়াচড়া করল না। খ্রিস্টভক্তগণ এসে প্রার্থনা করল, মানত দিল, টাকা পয়সা দিল কিন্তু কেউ লক্ষ্য করল না যে ওটা মূর্তি না মানুষ। খ্রিস্টভক্তগণ চলে যাবার পর এক গরীব বিধবা এসে জোড়ে জোড়ে প্রার্থনা করতে লাগল- হে সাধু আন্তনী, তুমি তো জানোই আমার অবস্থা। আমাকে আজ ১৫ টাকার ব্যবস্থা করে দাও, তা না হলে ছেলে মেয়ে নিয়ে উপোস করতে হবে। বার বার একই প্রার্থনা করতে লাগল। যুবকটি মহিলার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে উঠল–হারে মাসী, আমি পাবো মাত্র ১০ টাকা, তোমাকে কেমনে ১৫ টাকা দেবো? মহিলা তো ভয়ে এক দৌড়, মনে করলো সাধু আন্তনী পাগল হয়ে গেছে।

এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি সাধু আন্তনীর প্রতি মানুষের কত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। তাইতো এই সাধুর পার্বণে হাজার হাজার মানুষের সমাগম॥

চার লাইনের ছড়া

মিল্টন রোজারিও

(১)

আজও মানুষ চিনলো না যিশুকে
প্রতিক্ষায় আছে তিনি আবার আসবেন,
শেষ বিচার তিনিই এসে করবেন
সঙ্গে করে তাদেরই স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শক্তি আছে একটি উত্তম পৃথিবী গড়ে তোলার

ভাতিকানের যোগাযোগ দপ্তরের প্রিফেক্ট পাওলো রুফিনি ভাতিকান নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বর্তমান দ্রুত বিবর্তনশীল জগতে উপস্থিত থাকতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মূল্যবান। এটা শুধুমাত্র অনুসরণকারী (followers) বা লাইক অর্জন করার জন্য নয় কিন্তু একটি উত্তম জগত গড়ে তোলার লক্ষ্যে চালিত। গত ২৯ মে রোজ সোমবার ভাতিকান প্রেস অফিসে যোগাযোগ ডিকাস্টারি কর্তৃক প্রকাশিত "পূর্ণ উপস্থিতির দিকে: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে পালকীয় ভাবনা" দলিলটি উপস্থাপনে পাওলো রুফিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

"পূর্ণ উপস্থিতির দিকে": দলিলটির লক্ষ্য হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খ্রিস্টানদের সম্পৃক্ততার একটি সর্বজনীন ভাবনা তুলে ধরা, যা ক্রমশ মানুষের জীবনের অংশ হয়ে ওঠছে। বাইবেলে বর্ণিত উত্তম সামারীয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দলিলটি বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বেও কিভাবে 'ভালোবাসাময় প্রতিবেশি' হওয়ার সংস্কৃতিকে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে সহভাগিতামূলক ভাবনার সুযোগ দান করে। এ ধরণের দলিলের প্রয়োজন ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হলে প্রিফেক্ট মহোদয় বলেন, ডিকাস্টারি সূচনালগ্ন থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছে এবং বিশেষ করে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীলতায় উক্ত শিরোনামে একটি দলিল প্রকাশ করতে চেয়েছে।

আপসকারী সত্যকে না : পাউলো রুফিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা অবশ্যই উপস্থিত থাকবো কিন্তু তাতে অবশ্যই ঘৃনাত্মক বক্তব্য, ভুয়া খবর, সত্যের আদলে মিথ্যাকে তুলে না ধরে সত্য, ভালোবাসা এবং সমবেদনাকে তুলে ধরবো। এই বিষয়ে আমরা সচেতন হবো এবং সচেতন হবো যে, মানব ইতিহাসে মন্দতা আছে। এবং আমরা বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করি ইতিহাস যেভাবে উন্নত হচ্ছে শয়তান সবসময় সেভাবেই কাজ করছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রযুক্তি আমাদেরকে আবিষ্কার করবে না; তার পরিবর্তে আমাদেরকে অবশ্যই 'নিয়ম ও সমাধানপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে' যাতে করে 'আমাদের সহভাগিতা ও কাজ গণমঙ্গলের দিকে হয়,' যা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই বলে তিনি আক্ষেপ করেন। আমরা জানি ভুয়া সংবাদেরও সত্য সংবাদ থেকে অনেক বেশি অনুসরণকারী (ফলোয়ার) থাকে। কিন্তু সেই অধিকতর ভুয়া সংবাদ অনুসরণকারীর সংখ্যা দিয়ে কি আমরা উত্তম বিশ্বের উন্নয়ন ঘটাবো। তা কখনোই নয়।

শান্তির দূত হয়ে ওঠো আফ্রিকান শিশুদের প্রতি পোপ মহোদয়

'কখনোই তোমাদের স্বপ্নগুলোকে ত্যাগ করো না' এবং 'শান্তির দূত হয়ে ওঠো' যাতে করে ভালোবাসার, একসাথে থাকার, ভ্রাতৃত্বের এবং সংহতির সৌন্দর্য জগত পুনরায় আবিষ্কার করতে পারে। পোপ ফ্রান্সিস ২৯ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকা দিবস উপলক্ষে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিশুদেরকে এই আহ্বান রাখেন।

২৫ মে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা স্মরণেই আফ্রিকা দিবস পালন করা হয়। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, আফ্রিকা দিবসটি সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তি, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি এবং সেই সাথে আফ্রিকার সংস্কৃতিগত সম্পদকে শক্তিশালী ও গভীরতর করার সংগ্রামের প্রতীক এবং তোমরা হলে এই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির চিহ্ন। তাই তোমরা উদারতার, সেবার, খাঁটিত্বের, সাহসের, ক্ষমার, ন্যায্যতা ও গণমঙ্গলের জন্য সংগ্রামে, দরিদ্রদের জন্য ভালোবাসায় এবং সামাজিক বন্ধুত্বের জন্য ভিন্ন রকমের হতে সাহসী হও। তোমাদের দেশগুলোর অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তোমরা নিরুৎসাহিত হইও না। কখনোই তোমাদের স্বপ্নগুলো ত্যাগ করো না। তোমার প্রকৃত আহ্বানের জন্য তুমি যা নির্ধারণ করেছ তা আংশিক বা অপরিপূর্ণ ভাবে জীবনযাপন করার জন্য পথ খুঁজো। মানবতার এই মহাদুর্যোগে তোমরা শান্তির দূত হয়ে ওঠো॥

পোপ মহোদয় মঙ্গোলিয়া যাচ্ছেন

ভাতিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক মাত্তেও ব্রুনি জানান, এ বছরের গ্রীষ্মের শেষে পোপ মহোদয় পূর্ব এশিয়ার দেশ মঙ্গোলিয়াতে প্রৈরিতিক সফরে যাচ্ছেন। মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট ও মাণ্ডলিক কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলিয়া সফর করবেন। উল্লেখ্য সমগ্র মঙ্গোলিয়াতে ১৫শ'র কম কাথলিক রয়েছে। পোপ ফ্রান্সিসই ১ম পোপ যিনি মঙ্গোলিয়া সফরে যাচ্ছেন। আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস মঙ্গোলিয়ার আপস্টলিক প্রিফেক্ট জজ মারেংগোকে কার্ডিনাল পদে উন্নীত করেছেন।

তথ্যসূত্র : news.va

CANADA/USA/AUS Schooling Visa

Schooling ভিসা নিয়ে CANADA, USA, AUSTRALIA যাবার অপূর্ব সুযোগ।

> Admission Available: Grade 1-11 (প্রথম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)।
বয়স: নূন্যতম ৬ বছর হতে হবে।

> বড় সুখবর হলো, ছাত্র/ছাত্রীর সাথে অভিভাবকরাও যেতে পারবেন।

> এছাড়াও আমরা বিগত ২০ বছর ধরে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada, USA, Australia, UK, Japan, South Korea & Malaysia-তে Diploma/Bachelor/ Masters/Ph.D. Program-এ Admission & Visa Processing করছি ।

* CANADA/ USA/ AUSTRALIA/ UK তে আমরা Bank Sponsorship ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করি।
* কানাডাতে আমরা আমাদের RCIC লাইসেন্স প্রাপ্ত Consultant এর মাধ্যমে PNP মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করছি।
* আমরা USA/Canada-এর জন্য ফ্যামিলি ভিজিট/ট্যুরিস্ট ভিসা প্রসেসিং করছি।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01600-369521
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৯১/২৩

ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জের্ভাস গাব্রিয়েল মূর্মু ▯ বিগত ২৬-২৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে' ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ মে রোজ শুক্রবার বিকেল ৪:৩০ মিনিটে সেমিনারীর নতুন পবিত্র আত্মা উচ্চভবনের সামনে ফাদার পল গমেজ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক, ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা, সহকারী পরিচালক, ফাদার আন্তনী হাঁসদা, ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ এবং ফাদার লেণার্ড রিবেরু'র উপস্থিতিতে ডিকন প্রার্থী অভিভাবকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনিময় এবং শুভেচ্ছা জানান। শেষে ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা ডিকন ও অভিভাবকদের উদ্দেশে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা করে আরাধনা আরম্ভ করেন। আরাধনার মূলসুর: "আনন্দে চিত্তে, বিনম্র সেবায়, পিতার দিকে যাত্রা"।

ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং ডিকন প্রার্থীর আত্মীয়স্বজন ও খ্রিস্টভক্তগণ প্রায় ৫০০জনের মতো উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি তার উপদেশ বাণীতে তিনটি বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করেছেন। প্রথমটি হলো- পুণ্যবেদীতে সেবা করা: পরিসেবকের মধ্যদিয়ে পুণ্যবেদীতে সেবা প্রদান করা হয়। তাই পরিসেবক হতে হবে একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি, ধ্যানী, ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। মণ্ডলীর জন্য, মণ্ডলী হয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো- পালকীয় কাজে ঐশসেবক হয়ে ওঠা: যিশু সেবা পেতে আসেননি; সেবা দিতে এসেছেন। এমনকি যিশু নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা সেবা কাজ করতে করতে সেবক হয়ে ওঠি। তৃতীয়টি হলো- কীভাবে সেবক হয়ে ওঠি: আমরা সেবক হয়ে ওঠি মিলন ধর্মীর মধ্যদিয়ে। সেবাকে কেন্দ্র করে, আলোচনার মধ্যদিয়ে। খ্রিস্টযাগের পর সবাইকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও নতুন ডিকনদের অভিনন্দন জানান সেমিনারীর পরিচালক। ফটোসেশন ও জলযোগের পর শুরু হয় ক্ষুদ্র পরিসরে ডিকনদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এবছর বনানীতে ডিকন হলেন যারা; ১. ডিকন রাসেল আন্তনী রিবেরু - রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী - ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, ২. ডিকন লিংকন মিখায়েল কস্তা - রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী - ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, ৩. ডিকন জয় জোসেফ কুইয়া - নোয়াখালী ধর্মপল্লী - চট্টগাম মহাধর্মপ্রদেশ, ৪. ডিকন নরেশ লরেন্স মার্ডী- বেনীদুয়ার ধর্মপল্লী - রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ৫. ডিকন মাইকেল হাঁসদা - ভূতাহারা ধর্মপল্লী - রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ৬. ডিকন মাইকেল মুরমু - মারিয়ামপুর ধর্মপল্লী - দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ

৭. ডিকন পলাশ জোসেফ খালকো - খালিশা ধর্মপল্লী - দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ, ৮. ডিকন যোয়াকিম মজেস গাইন - সাতক্ষীরা ধর্মপল্লী - খুলনা ধর্মপ্রদেশ, ৯. ডিকন সামূয়েল, টিওআর (ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়) - কলিমনগর ধর্মপল্লী - রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ॥

ভাতিকানে সাধু পিতরের বাসিলিকায় ডিকন লিংকন কস্তা'র অভিষেক

সিস্টার অনুপমা কস্তা সিআইসি ▯ গত ২৯ এপ্রিল শনিবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকান সময় সকাল ১০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ভাটিকানে সাধু পিতরের বাসিলিকা ইতালিতে, ১৬টি দেশ হতে মোট ২৮ জন সেমিনারিয়ান ভাই ডিকন/পরিসেবক পদে অভিষিক্ত হন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের, ফৈলজানা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লীর মন্টু কস্তা ও দিপালী গনসালবেছ এর ২য় সন্তান লিংকন কস্তা ডিকন পদে অভিষিক্ত হন। বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য এটি একটি আনন্দের বার্তা। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন Luis Antonio Gokim Tagle। পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশ হতে যাজক, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ। খ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল মহোদয় সহভাগিতা করেন। উল্লেখ্য যে পবিত্র খ্রিস্টযাগে কম্যুনিয়নের সময় আমাদেরও হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়, ওহে প্রেমের কবি গানটি গাওয়ার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীর সাক্ষ্য বহন করার সুযোগ হয়। খ্রিস্টযাগের পর ডিকন লিংকন এর আত্মীয় স্বজন, খ্রিস্টান কমিউনিটির সকল ফাদার, ব্রাদার সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ উর্বানিয়া ইউনিভার্সিটির একটি কক্ষে সমবেত হয়ে একসাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন ও পরে বিকাল ৩টায় ডিকনের উদ্দেশে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডিকন লিংকন এর পিতামাতা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। ডিকন তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন– আজ আমার জন্য একটি অতি প্রতিক্ষিত ও আনন্দের দিন। আমার আজকের এ দিনে পৌছানোর পেছনে অনেকের অবদান রয়েছে। বিশপ, আমার পিতামাতা ও আপনারা সকলে। আর খ্রিস্টভক্ত আপনারাই আমাদের আনন্দ ও অনুপ্রেরণার কারণ। উপস্থিত সকলের সমবেত কীর্তন গানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ডিকন লিংকন কস্তা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ বনানী সেমিনারীতে তার অধ্যয়ন ও গঠন আরম্ভ করেন। পরে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইতালীর পন্টিফিক্যাল উর্বানিয়া ইউনিভার্সিটিতে তার পড়াশুনা ও গঠন লাভ করেন॥

ধামইরহাট উপজেলায় আন্তঃধর্মীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ▯ বিগত ২৪ মে বুধবার বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সভাকক্ষে একটি আন্তঃধর্মীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটির মূলসুর ছিল: "বিশ্বাসের অনুশাসনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান"। ইসলাম, সনাতন ও খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তি: আলেম, হুজুর, ইমাম, শিক্ষক, মন্দিরের পুরোহিতবর্গ, কাথলিক ধর্মযাজক, সিস্টার এবং আরো অন্যান্য পেশাজীবী থেকে আসা ৯০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এক আন্তঃধর্মীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে কর্মশালাটি উদ্বোধন করা হয়। অতঃপর কর্মশালার সভাপতি ফাদার প্যাট্রিক গমেজ সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ম্যানুয়েল হেম্ব্রম। এর পরেই ইসলাম ধর্মের আলোকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষক মোঃ আব্দুর রউফ ও সনাতন ধর্মের আলোকে মঙ্গলবাড়ীর পূজা কমিটির সহসভাপতি শ্রী জয়েশ্বর নাথ কর্মশালার মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। আর দু'জনের উপস্থাপনার পর পরই শুরু হয় দলীয় আলোচনা। আলোচনার জন্য যে-দু'টি প্রশ্ন রাখা হয় তা হল: অত্র উপজেলায় আমরা কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের ও পেশার মানুষ বিশ্বাসের অনুশাসনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারি এবং দ্বিতীয়টি ছিল: শিশু সুরক্ষা এবং বাল্যবিবাহ রোধের জন্য বাস্তবধর্মী পরামর্শ।

কর্মশালাটির এই পর্যায়ে উপস্থিত হন প্রধান অতিথি জনাব মো: শহিদুজ্জামান সরকার, এমপি., ৪৭ নওগাঁ-২ ও সভাপতি, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্মশালার সভাপতি ফাদার প্যাট্রিক গমেজ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের সাদর-সম্ভাষণের পর তারা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। এর পরেই মূলসুর ও প্রতিবেদনের আলোকে এবং নিজ চিন্তাধারা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ও.সি. মোঃ আরিফুল ইসলাম, মোঃ আজাহার আলী। তারা সবাই বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় পরিবেশের সৌন্দর্য উল্লেখ করে নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের অনুশাসনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর বক্তব্য রাখেন। এর পরেই বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি সম্মানিত সংসদ সদস্য মোঃ আশাদুজ্জামান। প্রথমেই তিনি এমন ধরণের আন্তঃধর্মীয় কর্মশালা আয়োজনের জন্য রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে বহু বছর ধরেই। কর্মশালাটির শেষ পর্যায়ে ইসলাম ধর্মের একজন হুজুর, সনাতন ধর্মের একজন শিক্ষাগুরু এবং খ্রিস্টধর্মের একজন সিস্টার তাদের ইতিবাচক অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সবশেষে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রধান অতিথি জনাব এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি জনাব উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান॥

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে সেমিনার

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস ▯ আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর আয়োজনে 'ব্রতীয় জীবনাহ্বান ও ক্যারিয়ার গঠন' মূলসুরকে কেন্দ্র করে ২ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ৭২ জন যুবক যুবতীদের নিয়ে দিনব্যাপী একটি যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রেমু তার্সিসিয়াস রোজারিও সহ, ফাদার লিটন কস্তা, ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডি, বিমল কস্তা এবং সিস্টার শিবলী পিউরিফিকেশন সহ আন্ধারকোঠা সেন্ট জেরোজা কনভেন্টের সিস্টারগণ এবং ব্রাদার মিঠুন গমেজ ও ব্রাদার মাইকেল টুডু সিএসসি। বিমল কস্তা তার ক্যারিয়ার গঠন সেশনে সহভাগিতা করেন। ফাদার লিটন কস্তা জীবনাহ্বান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "আহ্বান শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় আ= আমি, হ= হলাম, বা= বাণী প্রচারে, ন= নিযুক্ত। তিনি আরও বলেন আহ্বান খুঁজে বের করার উত্তম স্থান হলো পরিবার।"

এরপর সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সাধু পিতরের সেমিনারী মুশরইল, রাজশাহী - এর পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডি। তার খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে দিনব্যাপী যুব সেমিনারের। বিকেলে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতা হয়, বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন ফাদার প্রেমু রোজারিও এবং ফাদার সাগর কোড়াইয়া॥

মথুরাপুরে শোভাযাত্রাসহ জপমালা প্রার্থনা ও মা মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব পালন

ফাদার উত্তম রোজারিও ▯ গত ৩১ মে ২০২৩, রোজ বুধবার, বিকাল ৪:৩০ মিনিটে সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে মা মারীয়ার মাস: মে মাসের শেষ দিন ও মা মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব উপলক্ষে এক বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এ দিন বিকেলে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে খ্রিস্টভক্তগণ দলে দলে মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে জপমালা প্রার্থনা করতে করতে ধর্মপল্লী চত্বরে আসতে থাকে। মা মারীয়ার গ্রটোতে সকলে মিলিত হয়ে মা মারীয়ার প্রতিমূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী কুমারী মারীয়ার প্রতিমূর্তির গলায় মাল্যদান করেন। এরপর জপমালা প্রার্থনা শুরু হয়। কুমারী মারীয়ার মূর্তি নিয়ে সকলে দু'লাইনে শোভাযাত্রাসহ রোজারিমালা করতে করতে ধর্মপল্লী চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

জপমালা প্রার্থনা শেষে সকলে গির্জাঘরে

সমবেত হয়ে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। ফাদার শিশির গ্রেগরী মা মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার উত্তম রোজারিও। শিশু-যুব-বৃদ্ধসহ সব শ্রেণীর মোট ৬৫৩ জন খ্রিস্টভক্ত নিয়ে সমবেত জপমালা প্রার্থনা করা হয়। এটি পরিচালনা করেন ব্রাদার সৈকত পালমা, সিএসসি ও রচিতা গমেজ।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার শিশির বলেন: কুমারী মারীয়া আমাদের সকলের স্বর্গীয়া মা। তিনি তাঁর বোন এলিজাবেথকে দেখতে গিয়ে তাঁর সেবা করেন। একইভাবে আমাদেরও উচিত পরস্পরকে সেবা করা ও ভালবেসে একে অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার শিশির সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের জন্য মা মারীয়ার মধ্যদিয়ে ঐশ অনুগ্রহ যাচ্না করেন।

মথুরাপুর সেন্ট রীটাস্ বোর্ডিং-এ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মথুরাপুর সেন্ট রীটাস বোর্ডিং থেকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা মোট ৭ জন মেয়েকে গত ৩১ মে ২০২৩ তারিখে বিদায় জানানো হয়। এ উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়। এতে মোট ০৪ জন সিস্টার, ২ জন যাজক ও ২০ জন কর্মচারীসহ বোর্ডিং এর মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে সকলে একসাথে খাওয়া দাওয়ার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতি গ্রামার ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত বিষয়ের উপর উপস্থাপনা প্রদান করে। দলীয় নৃত্য, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে গোটা অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত, সজীব ও সক্রিয়। অনুষ্ঠানে বোর্ডিং মেয়েদের ও বিদায়ী মেয়েদের উদ্দেশে কথা বলেন: সিস্টার ক্রীস্টেল, এসএমআরএ ও পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী॥

বনপাড়া ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার বিশেষ খ্রিস্টযাগ

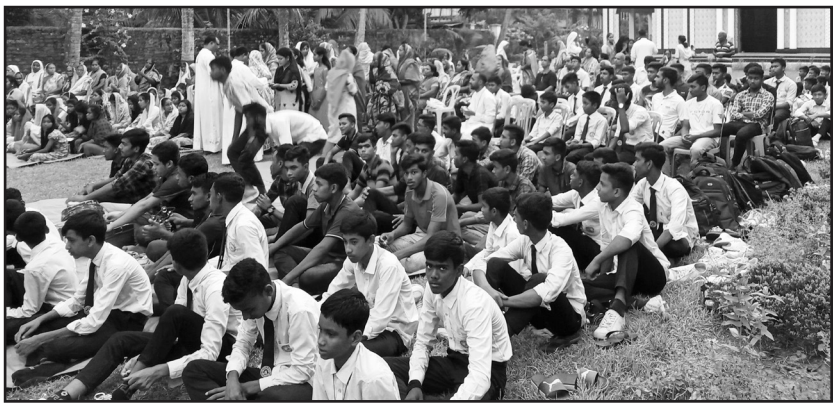

লর্ড রোজারিও ▯ ৩১ মে মা- মারীয়ার মাসের শেষ দিন এবং মা মারীয়ার সাক্ষাৎকার মহাপর্ব উপলক্ষে বনপাড়া ধর্মপল্লীতে বিকাল ৪:৩০ মিনিটে বিশেষ রোজারিমালা ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে মারীয়া সেনাসংঘ, বোর্ডিং- সেমিনারী সহ প্রায় ৪০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন আরও ৩ জন ফাদার। খ্রিস্টযাগে ফাদার তার উপদেশে বলেন, বর্তমানে আমরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সাক্ষাৎ করতে পারি তবে সরাসরি যে অনুভূতি অনুভূত হয় অন্য মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। আর মা মারীয়া মণ্ডলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মারীয়া ভক্ত এক যুবক সনিফ বিশ্বাস তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, মা- মারীয়া আমাকে অনেক ভালোবাসেন এবং আমি মা- মারীয়াকে অনেক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। মায়ের মধ্যদিয়ে আমি আগামী দিনের পথচলার জন্য শুভাশীর্বাদ যাচনা করি। পরে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য। পরিশেষে দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রার্থনানুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারীর পর্ব পালন

লর্ড রোজারিও ▯ ২রা জুন বনপাড়া পোপ ষষ্ঠ পল সেমিনারীর পর্বোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতিস্বরূপ নয়দিন নভেনা অনুষ্ঠিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন সেমিনারীর পরিচালকদ্বয় ও বনপাড়া, ভবানীপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদ্বয়। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার বলেন, সাধু পোপ ষষ্ঠ পল একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সেমিনারী শুধুমাত্র একটি গঠনগৃহ নয় এটি একটি মাতৃগর্ভ যেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে বাহিরে গিয়ে সেবা প্রদান করবে। খ্রিস্টযাগের পর সেমিনারীর পরিচালক সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরে সেমিনারীয়ানদের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ও দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে **"ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা"** এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
০১	প্রোগ্রাম অফিসার	১টি	যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। **MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET,** ব্যবহার জানতে হবে। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা, পরিচালনা, আয়োজন মিটিং ও সুপার ভিশন এ দক্ষ হতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০২	সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET,** শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৩	সহকারী শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	৩টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET,** শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৪	ইনচার্জ (মাধ্যমিক শাখা)	১টি	যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। **MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET,** ব্যবহার জানতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। (শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে)
০৫	সহকারী শিক্ষক রসায়ন/পদার্থ/ ইংরেজী	৩টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স ও নিবন্ধনকৃত হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ২৫-৩৫ বছর। (নারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে)
০৬	অফিস সহকারী	১টি	যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। **MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET,** ব্যবহার জানতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। (শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে)
০৭	ড্রাইভার কাম ইলেক্ট্রিশিয়ান– (পুরুষ)	১টি	নূন্যতম এসএসসি/ ডিপ্লোমা পাশ। কমপক্ষে ৩০ বছর। ড্রাইভিংয়ের কাজে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। ইলেক্ট্রিকেল কাজ জানতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৪. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৫. সর্বোপরি কর্মঘণ্টা ও প্রয়োজেন এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মাসসিকতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী **১৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ, বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ/১৯০/২৩

সুখবর ! সুখবর !! সুখবর !!!

☛ আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত কিংবা প্রতিষ্ঠানের কোন ডকুমেন্টারী নির্মাণ করতে চান?
☛ আপনি কি কোন পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করতে চান?
☛ আপনি কি কোন গানের এ্যালবাম বের করতে চান?

তাহলে দেরী কেন, আজই আসুন ঐতিহ্যবাহী ডিজিটাল স্টুডিও বাণীদীপ্তিতে –

❖ সুবৃহৎ স্টুডিও (গান, নাটক, বিজ্ঞাপনের স্যুটিং করার জন্য)
❖ রয়েছে সর্বাধুনিক ক্যামেরা
❖ আছে দক্ষ ক্যামেরাম্যান
❖ আছে অভিজ্ঞ শব্দগ্রাহক প্যানেল
❖ রয়েছে সমৃদ্ধ এডিটিং প্যানেল ও এডিটর।

বাণীদীপ্তির ধর্মীয় গানের সিডি ও ভিডিওগুলো আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের একান্ত সহায়ক।

ঘরে বসে গানগুলো দেখতে ও শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন
আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাণীদীপ্তি মিডিয়া
www.youtube.com/BanideeptiMedia

আজই যোগাযোগ করুন -
বাণীদীপ্তি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ , লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: ০১৭৭৬৫৮২০১৫
E-Mail: banideepticcc7@gmail.com

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইষ্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইষ্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্ভুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 June, 2023, ২৮ জ্যৈষ্ঠ - ৩ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

মা-মণি অন্তরে তুমি আছো চিরদিন

যিশু বললেন, "আমি পুনরুত্থান ও জীবন।
যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকবে।" - যোহন ১১: ২৫)

মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে
চলে গেছো ফিরে
চির শান্তির নীড়ে।
রেখে গেছো সুখ-দুঃখের
স্মৃতিগুলো যা আজও
আমাদের অন্তর কাঁদায়।

জন্ম: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বালিডিওর, গোল্লা মিশন

স্বর্গীয়া ভেরোনিকা প্রমিলা গোমেজ-এর
তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্নেহময়ী মা,

স্মৃতির পাতায় তোমাকে হারানোর আরও তিনটি বছর যোগ হলো - যা কোনভাবেই ভুলবার নয়। মা তুমি আজো বেঁচে আছো আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে। প্রতিমুহূর্তে আমরা তোমার শূন্যতা অনুভব করি। মা- তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও আদর্শ, দরিদ্র মানুষের প্রতি তোমার উদারতা ও মমত্ববোধ কোনদিন ভুলতে পারবো না। মা মণি তোমার প্রতি রইলো আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা।

মা আজ তোমার ৩য় মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। স্বর্গীয় ঈশ্বর, তুমি আমাদের মাকে এই জগৎসংসারে আমাদের জন্য পাঠিয়েছিলে আবার তোমার সংকল্প অনুসারে তুলে নিয়ে গেছো। প্রভু পরমেশ্বর একান্তভাবে প্রার্থনা করি মা যেন তোমার সান্নিধ্যে স্বর্গসুখ লাভ করে ও অনন্ত শান্তি পায়।

মা-মণি স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১৪ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার। অনুগ্রহপূর্বক সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে
তোমারই আদরের সন্তান
মাইকেল গোমেজ তেজগাঁও ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৮৪/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org